বিশ্বনবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

এর ইলমে গাইব



ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রহ.)

বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর

ইলমে গাইব

মূল

ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (রহ.)

অনুবাদ ও সম্পাদনায়

মাওলানা আবুল খায়ের ইবনে হক

প্রকাশনায়

আল আমিন প্রকাশন

বিয়ানীবাজার, সিলেট।

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

ভুমিকা

নাহমাদুহু অনুসাল্লিয়ালা রাসূলিহিল করিম।
বিশ্ব বিখ্যাত বরণ্য আলেমেদ্বীন ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রহঃ) তাঁর কিংবদন্তী সিরাত গ্রন্থ "খাসায়েসুল কুবরা"। এ সিরাত গ্রন্থ থেকে বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এর ভবিষ্যত সম্পর্কিত অদৃশ্য বক্তব্য গুলোকে একত্রিত করে এ ছোট রেসালার প্রয়াস।
বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এর সু-মহান ইলিম মহান আল্লাহ পাকের প্রদত্ত দান যা পঠনে শ্রবণে ঈমানদার নরনারীর ঈমান উদ্দিপনার খোরাক। বর্তমান সমাজে কতিপয় আবেগ প্রবল ধর্মীয় ব্যক্তি শব্দকে পরিবর্তণ করে জোর পূর্বক মাফাতিহুল গাইবকে আল্লাহর রাসূল জানেন বলে মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। যা সুন্নি আলেম সমাজকে আহত করা হয়। আমাদের প্রত্যাশা মাফাতিহুল গাইব এবং মুত্তালিয়ু আলাল গাইবকে এক অর্থে প্রকাশ না করে সাঠিক অর্থে উপস্থাপন করা হয়।
প্রথম সস্করণে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল তা সংশোধন করা হয়েছে। বর্তমান সংস্করণে ইলমে গাইবে সংক্রান্ত মৌলিক কিছু আলোচনার অবতারনা করা হয়েছে। সবসময় চেষ্টা করা হয় ভূল ত্রুটি মুক্ত গ্রন্থ প্রকাশ করা ,তার পর ও কিছু ভূল থেকে যায় ।যদি কার ছোখে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি প্রকাশ পায় তাহলে আমাদেরকে জানিয়ে দিলে তা সংশোধন করার চেষ্টা করব।

মোঃ আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক
ইটাউরী,
বড়লেখা, মৌলভীবাজার।

উলামায়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাত এর আকিদা।

১ঃ মহান আল্লাহ পাক এক মাত্র মাফাতিহুল গাইব তথা সত্ত্বাগত গাইব বা অদৃশ্যে জ্ঞানের মালিক ।

২ঃ ইলমে গাইব দু প্রকার(ক)মাফাতিহুল গাইব বা (জাতী) সত্বাগত (খ) মত্ত্বালিয়্যু আলাল গাইব বা খোদা প্রদত্ত্ব ইলমে গাইব ।

৩ঃ মাফাতিহুল গাইব আল্লাহ ছাড়া অন্য কার জানা আছে এ বিশ্বাস করা শিরিকি ।

৪ঃ মুত্ত্বালিয়্যু আলাল গাইব আল্লাহর জন্য হওয়া বিশ্বাস করা শিরিকি।

ইলমে গাইব

غيب শব্দটি মাসদার বহু বচনে **غياب/ غيوب** উভয় শব্দ ব্যবহৃত হয় । অভিধানিক অর্থ পঞ্চ ইন্দ্রিয় বহির্ভূত গোপন বিষয় ।(কুরতুবি ১/১৪৩)

ইমাম নসফী তার আকাইদে নসফী কিতাবে গাইবের সজ্ঞায় লিখেন-

وبالجماة العلم الغيب امر تفرد بالله تعلى لا سبيل اليه للعباد الا باعلم منه او الهم بطريق المعجوة والكرامة او ارشاد الى الا ستدلال بالا شارة فيما يمكن فيه ذالك

ইলমে গাইব হলএমন একটি ইলিম ,যা আল্লাহর জন্য নিদিষ্ট। বান্দা কোন উপায়ে তা অর্জন করতে পারে না । তবে তিনি বান্দাহকে গাইবের সংবাদ প্রদান করলে নবী গনের জন্য মুযেজা এবং আউলিয়ায়ে কেরামের জন্য কারামাত হিসাবে অথবা যে সকল বিষয় অবগত হওয়া যায় সে গুলো বিভিন্ন উপর্সগের মাধ্যমে জানিয়ে দিলে বান্দাহর পক্ষে তা অবগত হওয়া সম্ভব (শরহে আকাঈদে নসফী ১২২)

ইমাম বায়দ্বাবী (রহ) গাইবের সজ্ঞায় বলেন

والمراد به الخفى لايدركه الحس ولا تقتضه بديهة العقل وهو قسمان قسم لا دليل عليه وهو المعنا بقوله تعلى وعنده مفاتح الغيب لايعلمها

اِلاَّ هُوَ وَقِسْمٌ نُصِبَ عَلَيْهِ دَلِيْلٌ كَالصَّانِعِ وَصِفَاتِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَحْوَالِهِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِهِ فِيْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ –

অর্থ-গাইব দ্বারা মুরাদ হচ্ছে এই সকল অদৃশ্য বস্তু যাকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় তথা চক্ষু , কর্ণ ,নাসিকা ,জিহবা ও ত্বক ইত্যাদি অনুভব শক্তি দ্বারা অর্জন করা যায় না । তা দু প্রকার

১/ এক প্রকার গাইব হল ।যার কোন দলিল প্রমান নাই ।সেই অর্থে আল্লাহ ত"লার বাণী- وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَايَعْلَمُهَا اِلَّااللهُ অর্থাৎ- আল্লাহর নিকট ই রয়েছে গাইবের চাবি সমুহ ।তিনি ব্যতীত উহা কেহ জানেনা

২। অন্য প্রকারের গাইব হল যার অবগতির জন্য দলীল প্রমাণ রয়েছে । যেমন মহান আল্লাহ পাকের সত্বা ও তার গুনাবলী, পরকাল ও তার অবস্থাদি। يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ (তারা গাইবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে) দ্বারা ঐপ্রকারের গাইবকে বুঝানো হয়েছে।(বায়দ্বাবী ১৮)

ইমাম রাগেব ইসপাহানি বলেন

গাইব এমন এক বিষয় যা পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা অর্জন করা যায়না । আর তা কেবল মাত্র নবীদের বলে দেয়ার মাধ্যমে জানা যায়।(মুফরাদাত৩৭৩)

ইলমে গাইব আল্লাহর জন্য নির্ধারিত । তিনি সত্ত্বাগত ভাবেই জ্ঞানী। তার দেয়া ব্যতীত কেউ স্বাধীন ভাবে ইলমে গাইব জানেন না । তবে তিনি তার মনোনিত রাসুলগনকে ইলমে গাইব দান করেছেন । খাস করে বিশ্ব নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম কে ইলমে গাইব সর্ম্পকে** আল্লাহ তালা সম্যক বগত করেছেন।উলামায়ে কেরাম এপ্রকারের গাইবকে مُغَيَّبَاتِ عاطية বা প্রদত্ত্ব গাইব হিসাবে অভিহিত করেছেন। (দিয়াউছ ছুদুর ২১)

মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন -

وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَي الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللهَ يَجْتَبِي مِنْ رُّسُوْلِهِ مَنْ يَّشَاءُ

আল্লাহ এমন নন যে ,তোমাদেরকে গাইব অবহিত করবেন । কিন্তু আল্লাহ স্বীয় রাসুল গনের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা গাইবের জন্য মনোনিত করেছেন ।(ইমরান ১৭৯)

এ আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে

اَيْ اِنَّه تَعَالٰى لاَ اِطِّلاَعْ جَمِيْعَكُمْ عَلٰى ذٰلِكَ بَلْ يَخْتَصُّ بِه مَنْ اَرَادَ -

আল্লাহ তোমাদের সকলকে গাইব জানিয়ে দেননি বরং তিনি যাকে ইচ্ছা গাইবের জন্য মনোনিত করেছেন । (রুহুল মায়ানী)

অন্যত্র বলেন -

فَاِنَّ الْاِطِّلَاعَ عَلٰى الْمُغَيْبَاتِ مُخْتَصٌّ بِبَعْضِ الرُّسُلِ

গাইব জানা কতিপয় রাসুলের জন্য খাস । (রুহুল মায়ানী)

الا الرسل فان فان يطلعهم على على الغيب

আল্লাহ রাসুলগন ব্যতীত অন্য কাউকে ইলমে গাইব অবগত করেননি ।(তাফসীরে সাবী১/১৮১)

فَيُطْلِعُهٗ عَلٰى بَعْضِ عِلْمِ الْمُغَيْبَاتِ

আল্লাহ তার রাসুলগনকে ইলমে গাইব অবহিত করেছেন ।

(মুয়ালিমুত তানযিল ১/৫৯২)

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا

হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আল্লাহ আপনাকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন যা আপনি জানতেননা । আপনার প্রতি আল্লাহর করুনা অসীম (সুরা নিছা -১১৪)

উক্ত আয়াতের তাফসীরে রুহুল মায়ানীর মধ্যে বলা হয়-

اَوْمِنَ الْخَبَرِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ

আপনাকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন যা আপনি জানতেন না এর দ্বারা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী ইলিম উদ্দেশ্য ।(৫/১৪৪)

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ،

হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! ইলমে গাইবের যে বিষয় আপনি জানতেননা আল্লাহ তালা তা আপনাকে অবগত করেছেন (মুয়ালিমুত তানযীল২/১৫৫)

আবদুল কায়সের দূতের আগমন

اَخْرَجَ اَبُوْ يَعْلٰى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ مَزِيْدَةَ الْعَصْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ اِذْ قَالَ لَهُمْ سَيَطْلُعُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَا هُنَا رَكْبٌ هُمْ خَيْرُ أَهْلِ الْمَشْرِقِ، فَقَامَ عُمَرُ فَتَوَجَّهَ نَحْوَهُمْ فَلَقِيَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَاكِبًا فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ؟ قَالُوْا مِنْ بَنِى عَبْدِ الْقَيْسِ،

আবূ ইয়ালা ও বায়হাকী বর্ণনা করেন যে, একবার বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সাথে কথাবার্তার মধ্যে এরশাদ করেন ঃ এদিক থেকে একটি প্রতিনিধি দল আসবে, যারা পূর্বদিকের লোকজনদের মধ্যে সর্বোত্তম। হযরত ওমর (রাঃ) মজলিস থেকে উঠে সে দিকে অগ্রসর হলেন। তিনি তের জন উষ্ট্রারোহীর দেখা পেলেন। তিনি তাদের পরিচয় জিজ্ঞসা করলে তারা বলল ঃ আমরা বনী-আবদুল কায়সের লোক।

وَاَخْرَجَ اِبْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى الْأُفُقِ صَبِيْحَةَ لَيْلَةٍ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ فَقَالَ: لَيَأْتِيَنَّ رَكْبٌ مِنَ الْمَشْرِقِ لَمْ يُكْرَهُوْا عَلَى الْاِسْلَامِ قَدْ أَنْضَوُا الرِّكَابَ وَأَفْنَوُا الزَّادَ بِصَاحِبِهِمْ عَلَامَةً اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوْنِي لَا يَسْأَلُوْنِيْ مَالًا هُمْ خَيْرُ أَهْلِ الْمَشْرِقِ فَجَاؤُوْا عِشْرِيْنَ رَجُلًا وَرَأْسُهُ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَوْفِ الْأَشَجِّ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ الْمَسْجِدِ، فَسَلَّمُوْا عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَسَأَلَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَوْفِ الْأَشَجِّ؟ فَقَالَ

: أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَكَانَ رَجُلاً دَمِيماً، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: انه لَا يُسْتَقَي فِيْ مسوك الرِّجَالِ إنما يَحْتَاجُ مِنَ الرَّجُلِ إِلَى أَصْغَرَيْهِ لِسَانه وَقَلْبه، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْكَ خَصْلَتَانِ يُحِبُّهمَا اللهُ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَمَا هُمَا؟ قَالَ: اَلْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ. قَالَ أَشَيْءٌ حَدَثَ اَمْ جُبِلْتَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: بَلْ جُبِلْتَ عَلَيْهِ.

ইবনে সা'দ ওরওয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন প্রভাত দিগন্তের পানে দৃষ্টিপাত করে বললেন ঃ উষ্ট্রারোহীদের একটি দল পূর্ব দিক থেকে আগমন করছে। তারা ইসলামের প্রতি অনীহা প্রকাশ করবে না। এ দীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করতে যেয়ে তারা তাদের উটগুলোকে শীর্ণ করে ফেলেছে। অনেকের খাদ্য সামগ্রী নিঃশেষ হয়েছে। তাদের সরদারের একটি আলামত আছে। বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্যে এ দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ্! আবদুল কায়সকে ক্ষমা কর। তারা আমার কাছে দুনিয়া অন্বেষণ করতে আসেনি। তারা পূর্ব দিককার সর্বোত্তম মানুষ। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিশ ব্যক্তি আগমন করলেন। তাদের সরদার ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইবনে আউফ আল আশাজ্জ। বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা এসে তাঁকে সালাম করলে তিনি জওয়াব দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইবনে আউফ আল আশাজ্জ কে? তিনি আরয করলেন ঃ ইয়া রাসুল্লাল্লাহ্! আমি।

এই আবদুল্লাহ্ শারীরিক দিক দিয়ে দুর্বল ও দেখতে তেমন একটা আকর্ষণীয় ছিলেন না। বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করলে তিনি বললেন ঃ পুরুষদের চামড়া দিয়ে না মশক তৈরি হয়, না অন্য কোন কাজে আসে। তাদের কাছে রয়েছে দুটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু-একটি জিহ্বা, অপরটি অন্তর। বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমার দু'টি স্বভাব আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন। আবদুল্লাহ্ বললেন ঃ

স্বভাব দু'টি কি বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ একটি সহনশীলতা, অপরটি গাম্ভীর্য। আবদুল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এ স্বভাবগুলো পরে সৃষ্টি হয়েছে, না মজ্জাগত? উত্তর হল ঃ না এগুলো তোমার মজ্জাগত স্বভাব।

وَأَخْرَجَ الْحَاكِم، عَنْ أَنَسٍ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ مِنْ أَهْلِ هَجْرٍ قَدِمُوْا عَلَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَمَا هُمْ قُعُوْدٌ عِنْدَهُ إِذْ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: لَكُمْ تَمَرَةٌ تَدْعُوْنَهَا كَذَا وَتَمَرَةٌ تَدْعُوْنَهَا كَذَا حَتَّى عَدَّ أَلْوَانَ تَمَرِهِمْ أَجْمَعَ، فَقَالَ لَه رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُوْلَ للهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتَ وَلِدْتَ فِيْ جَوْفِ هَجْرٍ مَا كُنْتَ بِأَعْلَمَ مِنْكَ السَّاعَةِ أَشْهَدُ إِنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ، فَقَالَ إِنَّ أَرْضَكُمْ رُفِعَتْ لِيْ مُنْذُ قَعَدْتُمْ إِلَيَّ فَنَظَرْتُ مِنْ أَدْنَاهَا إِلَى أَقْصَاهَا فَخَيْرُ تَمَرَتِكُمُ الْبَرْنِيْ يَذْهَبُ الدَّاءَ وَلَا دَاءَ فِيْهِ،

হাকেম হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, হিজরের অধিবাসী বনী আবদুল কায়েস বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আগমন করে। কথাবার্তার মধ্যে হুযুর রাসুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের দেশে অমুক ধরণের খেজুর আছে, যার নাম তোমাদের কাছে এই। আর অমুক প্রকার খেজুরের প্রচলিত নামসহ উল্লেখ করলেন। প্রতিনিধি দলের এক ব্যক্তি বলল ঃ আমার পিতামাতা আপনার সম্পর্কে আপনার প্রতি উৎসর্গ, যদি আপনি হিজরে ভুমিষ্ট হতেন, তা হলেও সেখানকার খেজুর সম্পর্কে আপনার জ্ঞান তার চেয়ে বেশী হত না, যা এখন আছে। আমি সাক্ষ্যে দেই যে, আপনি আল্লাহর রসূল। বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এখানে তোমাদের উপস্থিতির সময় তোমাদের ভূখন্ড আমাকে দেখানো হয়েছে এবং আমি

সবকিছু দেখে নিয়েছি। তোমাদের এক প্রকার খেজুর আছে বরনী, যা অসুখ-বিসুখে ফলপ্রদ।

আশআরী গোত্রের আগমন

اخرج ابن سعد والبيهقي، عن انس ان النبى صلى الله عليه وسلم قال،

يقدم عليكم قوم هم أرق منكم قلوبا فقدم الاشعريون فيهم أبو موسى.

ইবনে সা'দ ও বায়হাকী বর্ণনা করেন ঃ একবার বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ তোমাদের কাছে একটি দল আগমন করবে, যারা নম্রপ্রাণ। এরপর আশআরী গোত্র আগমন করল। তাদের মধ্যে আবূ মূসা আশআরীও ছিলেন।

وقال عبد الرزاق أنا معمر قال: بلغني أن النبي صل الله عليه وسلم كان جالسا فى اصحابه يوما فقال اللهم انج اصحاب السفينة ثم مكث ساعة، فقال قد استمرت، فلما دنوا من المدينة قال قد جاؤا يقودهم رجل صالح قال:والذين كانوا في، السفينة الاشعريون الذى قادهم عمرو بن الحمق الخزاعي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اين جئتم. قالوا من زبيد. قال: بارك الله في زبيد. قالوا : وفي رمع قال : بارك الله فى زبيد قالوا: وفي رمع؟ قال في الثالثة وفي رمع، أخرجه البيهقي.

মুয়াম্মার বর্ণনা করেন ঃ একদিন বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ্!

নৌকারোহীদেরকে প্রাণে রক্ষা কর। কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন ঃ নৌকা পার হয়ে গেছে। এরপর বললেন ঃ তারা আসছে। তাদেরকে একজন সাধু ব্যক্তি নিয়ে আসছে। এই নৌকারোহীরা ছিল আশআরী গোত্র এবং তাদেরকে যে নিয়ে আসছেন, তিনি হলেন আমর ইবনে হুমুক খোযায়ী। বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা কোথা থেকে এলে? আমর বললেন আমরা জুবায়ের থেকে এসেছি। বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য বরকতের দোয়া করলেন।

হারেছ ইবনে আবদে কেলালের আগমন

قال الهمدا ني في (الأنساب) : وفد الحارث بن عبد كلال الحميري أحد أقيال اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أن يدخل عليه : يدخل عليكم من هذا الفج رجل كريم الجدين، صبيح الخدين، فدخل الحارث فاسلم فاعتنعه وافرشه رداءه،

হারেছ ইবনে আবদে কেলাল হেমইয়ারী এয়ামনের একজন বাদশাহ ছিলেন। সে ব্যক্তি বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসার পূর্বে বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছাহাবায়ে-কেরামকে বললেন ঃ তোমাদের কাছে একজন সম্ভ্রান্ত ও গৌরবদীপ্ত ব্যক্তি আসছে। এর পর হারেছ আসেন এবং মুসলমান হয়ে যান। বিশ্ব নবী (সঃ) তাঁর সাথে কোলাকুলি করলেন এবং স্বীয় চাদর তাঁর জন্যে বিছিয়ে দিলেন।

রাফে’ ইবনে ওমায়য়ের ইসলাম গ্রহন

أخرج الخراطي فى (الهواتف)، عن سعيد بن جبير أن رجلا من بني تميم يقال له رافع بن عمير ذكر عن بدء إسلامه قال : إني لأسير برمل عالج ذات ليلة إذ غلبني النوم، فنزلت وقلت أعوذ بعظيم هذا

الوادي من الجن، فذكر قصة إلى أن قال : واذا بشيخ من الجن تبدى لى فقال: يا هذا إذا نزلت واديا من الأودية فخفت هوله فقل: أعوذ بالله رب محمد من هول هذا الوادي، ولا تعذ بأحد من الجن، فقد بطل امرها، فقلت له: من محمد هذا؟ قال: هذا نبي عربي لاشرقي ولاغربي بعث يوم الاثنين. قلت: فأين مسكنه؟ قال : يثرب ذات النخل، فركبت راحلتي وجديت السير حتى قدمت المدينة، فراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثني محديثي قبل أن أذكر له منه شئا ودعاني إلى الاسلام فأسلمت.

খারায়েতির বর্ণনায় সায়ীদ ইবনে জুবায়ের বর্ণনা করেন ঃ বনী তামীমের একব্যাক্তি রাফে’ ইবনে ওমায়র বলেছেন ঃ আমি এক রাতে বালুকাময় ভূমিতে সফর করছিলাম। নিদ্রা এলে পর আমি আঁতকে উঠে বললাম ঃ আমি এই উপত্যকা-প্রধানের কাছে জিন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। হঠাৎ এক বৃদ্ধ জিন আমার সামনে এসে বলল ঃ তুমি যখন ভয়ংকর মরুভূমিতে যাও, তখন একথা বলবে আমি মোহাম্মদের রব আল্লাহর কাছে এই উপত্যকার জিন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। কেননা, জিনদের শাসন বাতিল হয়ে গেছে। আমি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এই মোহাম্মদ কে? সে বলল ঃ ইনি নবী। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কোথায় থাকেন ? সে বলল ঃ ইয়াসরিবে। একথা শুনে আমি উটে সওয়ার হয়ে মদীনার পৌছে গেলাম। বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখে আমার ঘটনা নিজেই বর্ণনা করলেন এবং আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। আমি মুসলমান হয়ে গেলাম।

নাজ্জাশীর ইন্তেকালের সংবাদ প্রদান

اخرج الشيخان، عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلي المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات.

واخرج الشخان، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات اليم رجل صالح فصلوا علي أصحمة.

وأخرج البيهقي، عن أم كلثوم قالت : لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال ، إني قد أهديت إلي النجاشي أوقي من مسك وحلة وإني لا أراه إلا قد مات ولا أري الهدية إلا سترد علي، فكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات النجاشي وردت الهدية. قال البيهقي: قوله ولا أراه إلا قد مات يريد والله أعلم قبل بلوغ الهدية إليه، وهذا القول صدر منه قبل موته، ثم لما مات نعاه في اليم الذي مات فيه وصلى عليه انتهي.

বুখারী ও মুসলিম হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, যে দিন আবিসিনিয়ার মুসলিম সম্রাট ইন্তেকাল করেন, সে দিনই বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ইন্তেকালের সংবাদ সাহাবায়ে কেরামকে শুনিয়ে দেন। তিনি তাদেরকে নামায পড়ার জায়গায় নিয়ে যান

এবং সারিবদ্ধ করেন। অতঃপর চার তাকবীর বলে গায়েবানা নামাযে জানাযা আদায় করেন। হযরত জাবেরের বর্ণনা আছে যে, বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ অদ্য কৃতীপুরুষ 'আসহামা' মৃত্যুবরণ করেছেন। তোমরা তাঁর জানাযার নামায পড়। বায়হাকী উম্মে কুলছূম থেকে রেওয়ায়েত করেন। বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে সালমাহকে বিয়ে করে বললেন ঃ আমি মেশক ও বস্ত্র জোড়া নাজ্জাশীর কাছে উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেছি। কিন্তু আমার মনে হয় সে মারা গেছে এবং উপহার ফেরত আসবে। সুতরাং তিনি যা বললেন, তাই হল। নাজ্জাশী মৃত্যু হল এবং উপহার ফেরত এল। বায়হাকী বলেন ঃ এই বর্ণনা উল্লিখিত বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্তি নাজ্জাশীর ওফাতের পূর্বেকার। কিন্তু যে দিন নাজ্জাশী মারা যান, সে দিনই তিনি তার ইন্তেকালের সংবাদ দিয়ে দেন এবং তার গায়েবানা নামাযে জানাযা আদায় করেন।

*আমাদের হানাফী মাযহাবে গায়েবানা জানাযার নামায জায়েয নেই।

মানুষের মনের চিন্তা ভাবনা বলে দেয়া

اخرج الحاكم وصححه الطبراني، عن سلمة بن الاكوع أنه كان مع

رسول الله صلي الله عليه وسلم إذ جاءه رجل، فقال: من انت؟ قال :

أنا نبي. قال: وما نبي؟ قال : رسول

الله قال: متي تقوم الساعه؟ فقال: غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. قال.

أرني سيفك فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سيفه فهزه الرجل ثم رده

عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنك لم تكن تستطيع الذي

اردت قال وقد كان. زاد الطبراني، ثم قال رسول الله صلى عليه وسلم

إن هذا أقبل فقال أتيه فاسأله ثم اخذ السيف فأقتله ثم أغمد السيف.

সালামাহ ইবনে আকওয়া বর্ণনা করেন যে, তিনি বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি কে? তিনি বললেন ঃ আমি নবী। সে প্রশ্ন করল ঃ কিয়ামত কবে হবে? বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এটা অদৃশ্যের বিষয়, যা কেবল আল্লাহ তা'আলাই জানেন। লোকটি বলল ঃ আমাকে আপনার তলোয়ারটি দেখান। তিনি তলোয়ার তাকে দিলেন। সে তলোয়ারটি নাড়াচাড়া করে ফিরিয়ে দিল। বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি যে ইচ্ছা করেছিলে, তার ক্ষমতা তোমার নেই। সে বলল ঃ আমার তাই ইচ্ছা ছিল। তিবরানীর বর্ণনায় আছে যে, বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ লোকটি মনে করেছিল যে, সে আমার তলোয়ার নিয়ে আমাকে হত্যা করবে। কিন্তু তা সে পারল না।

اخرج أحمد والبزار وأبو يعلى والبهقي وأبو نعيم، عن وابصة الأسدي

قال: جئت لا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر ولإثم، فقال: من

قبل أن أسأله عنه يا وابصة: أخبرك بما جئت تسألنى عنه؟ قلت:

اخبرنى يا رسول الله قال: جئت تسألنى عن البر والإثم قلت : أي

والذى بعثك. بالحق، فقال:"البر ما انشرح له صدرك والإثم ما حاك في

نفسك وإن أفتاك عنه الناس".

ওয়াবেসা আসাদী বর্ণনা করেন ঃ আমি বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে 'বির' (সৎ কর্ম) ও 'ইছম' (পাপ কর্ম) সম্পর্কে

প্রশ্ন করার জন্যে হাযির হলাম। তিনি বললেন ঃ হে ওয়াবেসা, তুমি যে বিষয়ে প্রশ্ন করার জন্যে এসেছে, আমি তোমাকে তা বলে দিচ্ছি। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! বলুন। তিনি বললেন ঃ তুমি সৎকর্ম ও পাপকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে এসেছে। আমি বললাম ঃ আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবী করে প্রেরণ করেছেন- আমি এজন্যই এসেছি। অতঃপর তিনি বললেন ঃ 'বিরর' সেই কাজ, যে কাজে তোমার বক্ষ উন্মুক্ত থাকে, কোনরূপ সন্দেহের কাঁটা অনুভূত হয় না। আর 'ইছম' সেই কাজ, যে কাজে তোমার মনে খটকা থাকে যদিও মানুষ তোমাকে (জায়েয বলে) ফতোয়া দিয়ে দেয়।

واخرج البيهقي وأبو نعيم، عن ابن عمر قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجلان أنصاري وثقفي يسألان، فقال للثقفي: سل عن حاجتك، وإن شئت أنبأتك بالذي جئت تسأل عنه. قال : انبئني فذاك أعجب إلي يا رسول الله. قال: فانك جئت تسال عن صالتك باليل وعن ركوعك وعن سجودك وعن صيامك وعن غسلك من الجنابة، فقال: والذي بعثك بالحق إن ذلك الذي جئت اسألك عنه، ثم قال الأصاري: سل وإن شئت أنبأتك بالذي جئت تسأل عنه. قال: انبئني فذاك اعجب الي يا رسول الله قال فا انك جئت تساءل عن خروجك من بيتك تؤم البيت العتيق، وتقول: ماذا لي فيه، وعن وقوفك بعرفات، وعن حلقك رأسك، وعن طوافك بالبيت، وعن ورميك الجمار. قال: أي والذي

بعثك بالحق إن هذاالذي جئت اسأل عنه، وورد مثله من حديث أنس،

وقد تقدم في باب حجة الوداع ومن حديث عبادة بن الصامت أخرجه

أبو نعيم

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে ছিলাম। তাঁর খেদমতে দু'ব্যক্তি উপস্থিত হল। তাদের একজন ছিল আনসারী, অপরজন ছকফী। তারা কিছু জিজ্ঞাসা করতে এসেছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছকফীকে বললেন ঃ তুমি নামায, রুকু, সেজদা, রোযা এবং জানাবতের গোসল সম্পর্কে জানতে এসেছ। সে বলল ঃ সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি এসব বিষয়েই জ্ঞানার্জন করতে এসেছি। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারীকে বললেন ঃ তুমি প্রশ্ন কর। তুমি চাইলে আমি তোমার প্রশ্নও বলে দিতে পারি। আনসারী বলল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ বলুন। তিনি বললেন ঃ তুমি এসেছ একথা জানতে যে, গৃহ থেকে বায়তুল্লাহর নিয়তে বের হলে তার কি ছওয়াব? তুমি আরও জানতে চাও যে, আমি আরাফাতে অবস্থান করব, মাথা মুন্ডন করব, তওয়াফ করব এবং কংকর নিক্ষেপ করব কি না? আনসারী বলল ঃ সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন-আমি একথাই জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম।

واخرج البيهقي، عن عقبة بن عامر الجهني قال:جاء رجل من أهل

الكتاب معهم مصاحف، فاستأذنوا علي النبي صلى الله عليه وسلم،

فدخلت فأخبرته، فقال : ما لي ولهم يسألوني عما لا أدري انما أنا عبد

لا أعلم إلا ما علمني ربي، ثم توضأ وخرج ألي المسجد فصلي

ركعتين، ثم انصرف، فقال لي وأنا أري السرور في وجهه أدخل القوم

علي فدخلوأ، فقال: إن شئتم اخبرتكم عما جئتم تسألوني عنه من قبل أن تكلموا. قالوا: بلي فأخبرنا. قال :جئتم تسألوني عنه ذي القرنين أن أول أمره أنه كان غلاما من الروم أعطي ملكا، فسار حتي أتي ساحل أرض مصر، فا بتني مدينة يقال لها اسكندرية، فلما فرغ من بنائها بعث الله له ملكا فعرج به فاستعلى بين السماء والارض، ثم قال له: انظر ما تحتك. قال: أرى مدينتين فاستعلي به ثانية، فقال له: انظر ما تحتك، فقال : لست أري شيئا، فقال له : المدينتين هو البحر المستدير، وقد جعل الله مسلكا تسلك به تعلم الجاهل، وتثبت العالم قال : ثم جوزه فابتني السد بين جبلين زلقين لا يستقر عليها شيء، فلما فرغ منها سار في الارض فأتي على قوم وجوهم كوجوه الكلاب، فلما قطعهم أتى على قوم فسار، فلما قطعهم أتى على قوم من الحيات تلتقم الحية منهم الصخرة العظيمة، ثم اتى على الغرانيق، فقالوا هكذا نجد في كتابنا.

ওকফা ইবনে আমের জুহানী বর্ণনা করেন, কয়েকজন ইহুদী আগমন করল। তাদের সাথে ধর্মগ্রন্থ ছিল। তারা বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইল। আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং তাঁকে জ্ঞাত করলাম। তিনি বললেন ঃ তাদের সাথে আমার সাক্ষাতে লাভ কি? তারা আমাকে এমন বিষয়ে প্রশ্ন করতে চায়, যা আমি জানি না। আমি একজন বান্দা। আমি কেবল তাই জানি, যা আমার রব আমাকে বলে দেন। এরপর তিনি ওযূ করে মসজিদে এলেন। তখন তাঁর মুখমন্ডল আনন্দের চিহ্ন প্রস্ফুটিত ছিল। তিনি বললেন, তাদেরকে আমার কাছে পাঠাও। তারা এলে তিনি বললেন ঃ তোমরা ইচ্ছা করলে যে কথা জিজ্ঞেস করতে তোমরা এসেছ, তা আমি বলে দেই। তারা

বলল ঃ হ্যাঁ, আমাদের ইচ্ছা তাই। বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমরা আমার কাছে যুলকারনাইন সম্পর্কে প্রশ্ন করতে এসেছ। অতপর দুরাকাত নামাজপড়ে প্রফুল্ল মনে মসজিদের বাহিরে এলেন যুলকার নাইন একজন রোমক ছিল। সে সম্রাট হয়ে গেল। সে দ্বিপ্তি জয়ে বের হয়ে অবশেষে মিশর উপকুলে উপস্তিতে হল। সে একটি শহর নির্মাণ করল, যার নাম আলেক জান্ডিয়া। শহরের নিমাণ সমাপ্ত হলে আল্লাহ তালা তার কাছে একজন ফেরেস্তা পাঠালেন। ফেরেস্তা একে নিয়ে আকাশে আরোহন করলো। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থল পর্যন্ত উচু হতে ফেরেস্তা বল্ল নিচে দেখ কি আছে? যুল কার নাইন বল্লেনঃ দুটি শহর দেখা যাচ্ছে। ফেরস্তা তাকে আর উপরে নিয়ে গেল এবং বল্লেনঃ নিচে কি আছে? সে বল্ল কিছুই দেখা যায় নাই। ফেরস্তা বল্লেন যে দুটি শহর দৃষ্টি গোচর হল । সেটা শহর নয় মহা সাগর। আল্লাহ তালা তোমার পথ র্নিদিষ্ট করে দিয়েছে। তুমি সে পথে চলবে। র্মুখ কে জ্ঞান শিখাবে এবং জ্ঞানীকে জ্ঞানের উপর দৃঢ় রাখবে। এরপর ফেরেস্তা যুলকার নাইনকে পৃথিবীতে নামিয়ে দিলেন। সে দুপাহাড়ের মধ্য স্থলে প্রাচির নির্মাণ করেছিল। এরপর ভূমন্ডলে পরিভ্রমণ করেছিল। সে এক সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হয়ে ছিল। যাদের চেহারা ছিল কুকুরের মত। এরপর আর এক সম্প্রদায়ের নিকট গমন করেছিল। ইয়াহুদিরা এ বিবরণ শুনে বল্ল আমাদের কিতাবাদিতে এরুপ বলাই আছে।

واخرج البهقي، عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن أبي يريد أن يأخذ مالي، فدعا أباه فهبط جبريل، فقال : إن الشيخ قد قال في نفسه شيئا لم تسمعه أذناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت في نفسك شيئا لم تسمعه أذناك قال: الا يزال يزيدنا الله تعلي بك بصيرة ويقبنا نعم. قال هات فانشأ يقول

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেন ঃ এক ব্যক্তি বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বলল ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্! আমার পিতা আমার ধন সম্পদ নিয়ে যেতে চায় বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পিতাকে ডাকলেন। ইতিমধ্যে জিবরাঈল (আঃ) এসে বললেন ঃ এই বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি মনে মনে কি বলেছ? সে বলল ঃ আল্লাহ্ তা'আলা

আপনার কারণে আমাদের অন্তর্জ্ঞান ও বিশ্বাস বৃদ্ধি করে দেন। আমি অবশ্যই কিছু বলেছি। অতঃপর

সে এই কবিতা আবৃত্তি করল

غذوتك مولودا ومنتك يا فعا   تعل بما أجني عليك وتنهل

إذا ليلة ضا قتك بالسقم لم أبت   لسقمك ألا ساهرا اتلمل

تخاف الردى نفسي عليك وانها   لتعلم أن الموت حتم موكل

كأني أنا المطروق دونك بالذي   طوقت به دوني فعيناي تم

فلما بلغت السن والغاية الت   إليك مدى ما كنت فيكأؤمكأنك أنت

المنعم المتفضل   جعلت جزائي غلظة وفظاظة

فليتك إذ لم ترع حق أبوتي   كما يفعل الجر المجاور تفعل

فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ بتلبيب ابنه وقال:

أنت ومالك لأبيك.

শৈশবে তোর লালন-পালন করেছি।
যৌবনে, তোর সাথে আশা আকাঙ্খা জড়িত করেছি।
তোকে সর্বপ্রকার সিক্ত ও নিদ্রাতৃপ্ত করেছি।
যখন তুই রুগ্ন হতিস, তখন তোর রোগের কারণে
রাত্রি কঠিন হয়ে যেত।
আমি অশান্ত ও অস্থির হয়ে
রাত্রি অতিবাহিত করতাম।
তোর বিনাশের কথা ভেবে আমার মন ভীত থাকত । অথচ
আমি জানি মৃত্যু একদিন না একদিন আসবেই
তোর অসুখ-বিসুখ আসলে আমার উপর চড়াও হত।
আমার চক্ষু থেকে দরদর অশ্রু প্রবাহিত হত।
যখন তুই যৌবনে উত্তীর্ণ হলি, তখন রূঢ়া ভাষা ও
অসৎ আচরণ দ্বারা আমাকে প্রতিদান দিলি যেন এ যাবত তুই-ই আমাকে

স্নেহ-মমতা ও অর্থসম্পদের দিয়ে বড় করেছিস।
তুই পিতৃত্বের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখিস না। হায়।

মুনাফিকদের খবর দেয়া

أخرج البيهقي، عن ابن مسعود قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في خطبته "أيها الناس إن منكم منافقين فمن سميت فليقم قم يا فلان قم يا فلان حتى عد ستا وثلاثين".

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ একবার বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খোতবায় বললেন ঃ হে মুসলমানগণ, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মুনাফিক। আমি যে মুনাফি দেরর নাম বলি , সে যেন দাঁড়িয়ে যায়। অতঃপর তিনি এক একজন মুনাফিকের নাম বলতে বলতে ছাব্বিশ জনের নাম বললেন।

واخرج ابن سعد، عن ثابت البناني قال: اجتمع المنافقون فتكلموا بينهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن رجالا منكم اجتمعوا فقالوا كذا وقالوا كذا فقوموا فاستغفروا الله واستغفر لكم فلم يقوموا فقال ذلك ثلاث مرات، فقال لتقومن أو لأ سمينكم با سمائكم، فقال : قم يا فلان فقاموا خزايا متقنعين".

ছাবেতুল বনানী বর্ণনা করেন, মুনাফিকরা এক জায়গায় সমবেত হয়ে পরস্পরে আলাপ-আলোচনা করল। বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের অনেক ব্যক্তি সমবেত হয়ে এমন এমন কথাবার্তা বলেছে। তোমরা উঠ এবং আল্লাহর কাছে তওবা ও এস্তেগফার কর। আমিও তোমাদের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করব। কিন্তু মুনাফিকরা

উঠল না। তিনি একথা তাদেরকে তিনবার বললেন। অতঃপর তিনি একথা তাদেরকে তিনবার বললেন। অতঃপর তিনি তাই করলেন ঃ আমি তোমাদের নাম নিয়ে ডাকছি। এখন তোমরা উঠ। অতঃপর তিনি তাই করলেন। মুনাফিকরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় মুখ ঢেকে দাঁড়াল।

আবূ দারদার ইসলাম গ্রহণের খবর

اخرج البهقي وأبو نعيم، عن جبير بن نفير قال: كان أبو الدرداء يعبد صنما وان عبد الله بن رواحة ومحمد بن مسلمة دخلا بيته فكسرا ضنمه، فرجع أبو الدرادا فرأه، فقال: ويحك هلا دفعت عن نفسك، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه ابن رواحة مقبلا، فقال: هذا ابو الدرداء وما أرى جاء إلا في طلبنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم "لا إنما جاء ليسلم فأن ربي وعدني باني الدرداء أن يسلم".

জুবায়র ইবনে নুফায়ের বর্ণনা করেন ঃ আবূ দারদা প্রতিমা পূজা করতেন। আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা এবং মোহাম্মদ ইবনে সালামাহ্ খানকা গৃহে যেয়ে তার প্রতিমাগুলো ভেঙ্গে দিলেন। আবূ দারদা গৃহে ফিরে এসে প্রতিমাগুলোর ভগ্নদশা দেখে বললেন ঃ মনে হয় সে আমাদের খোঁজে আসছে। বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ সে তোমাদের খোঁজে আসছে না; বরং ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে আসছে। কেননা, আবূ দারদা ইসলাম গ্রহণ করবে বলে আমার রব আমার সাথে ওয়াদা করেছেন।

সেই ব্যক্তির খবর, যে পথিমধ্যে বালিকার প্রতি হাত বাড়িয়েছিল

اخرج ابن سعد والحاكم وصححه والبهقي، عن أبي شهم قال: رأيت جارية في بعض طرق المدينة فأهويت بيدي إلى خاصرتها، فلما كان

من الغد أتى الناس النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعوه، فبسطت يدي

فقلت : با يعني فو الله لا أعود أبدا قال: فنعم إذا".

আবূ হায়ছাম বর্ণনা করেন ঃ আমি মদীনার পথে এক বালিকাকে দেখে তার কোমরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। পরদিন কিছূ লোক বয়াতের জন্যে বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলে আমিও আপন হাত বয়াতের জন্যে বাড়িয়ে দিলাম। বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে বয়াত করুন। তিনি বললেন ঃ তুমি তো কাল আপন হাত বালিকার দিকে বাড়িয়েছিলে। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে বয়াত করুন। আল্লাহর কসম, আমি সারাজীবন এরূপ কাজ কখনও করব না। তিনি বললেন ঃ আমি তোমার বয়াত কবুল করছি।

এক চোরের খবর

اخرج الحاكم وصححه، عن الحارث بن حاطب أن رجلا سرق على

عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي به، فقال: اقتلوه، فقالوا: اغا

سرق. قال : فاقطعوه، ثم سرق أيضا فقطع، ثم سرق على عهد أبي

بكر فقطع، ثم سرق فقطع حتى قطعت قوائمه، ثم سرق الخامسة فقال

أبوبكر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حيث أمر بقتله

اذ هبوا به فاقتلوه فقتلوه

হারেছ ইবনে হাতেব বর্ণনা করেনঃ বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমলে এক ব্যক্তি চুরি করল। তাকে পাকড়াও করে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আনা হলে তিনি বললেন ঃ একে হত্যা কর। আরয করা হল, সে কেবল চুরি করেছে (হত্যাযোগ্য অপরাধ

করেনি)। বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তার হাত কেটে ফেল। এরপর লোকটি পুনরায় চুরি করলে তার দ্বিতীয় হাতও কাটা হল। এরপর সে হযরত আবু বকর (রাঃ) এর খেলাফত কালে চুরি করলে তার একটি পা কর্তন করা হল। অতপর সে চতুর্থ বার চুরি করলে তার অপর পা কর্তিত হওয়ার পর সে পঞ্চমবার চুরি করল। হযরত আবূ বকর (রাঃ) বললেন ঃ বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বেহায়াপনা সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন। তাই প্রথমেই তাকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং এখন তাকে নিয়ে যাও এবং হত্যা কর। সুতরাং তাই করা হল।

সেই মহিলার খবর, যে রোযা রাখত এবং গীবত করত

اخرج البيهقي، عن أبي البختري قال: كانت امرأة في لسانها ذرابة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أمست دعاها ألي طعامه، فقالت: أما أني كنت صائمة. قال : ما صمت، فلما كان اليوم الاخر تحفظت بعض التحفظ، فلما امست دعاها إلي طعامه، فقالت أما أني كنت اليوم صائمة. قال : كذبت، فلما كان اليوم الأخر تحفظت، فلم يكن منها شيء، فلما امست دعاها إلى طعامه، فقالت: أما أني كنت صائمة. قال: اليوم صمت. مرسل.

وأخرج الطيالسي والبيهقي في (الشعب)، وابن أبي الدنيا في ذم الغيبه، عن أنس قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصوم يوم، وقال لا يفطرن أحد منكم حتى أذن له، فصام الناس حتى أمسوا فجعل الرجل

يحبيء فيقول يا رسول الله إني ظللت صائما فأذن لي فافطر فيأذن له حتى إذا جاء رجل، فقال يا رسول الله : امرأتان من أهلك ظلتا صائمتين، وانهما تستحيان أن تأتياك، فاذن لهما أن تفطرا فاعرض عنه، ثم عاوده فاعرض عنه، ثم عاوده فاعرض عنه، فقال: انهما لم تصوما وكيف صام من ظل يأكل لحوم الناس اذهب فمرهما إن كانتا صائمتين فلتستقيئا، فرجع اليهما فاخبرهما فاستقاءتا فقاءت كل واحدة علقة من دم، فرجع إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: والذي نفسي بيده لو بقيت في بطونهما لأ كلتهما النار.

আবুল বুখতারী বর্ণনা করেন ঃ জনৈকা কটুভাষিণী মহিলা বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাছে আগমন করে। রাতের বেলায় তিনি তাকে খাওয়ার জন্যে ডাকলেন। সে বলল ঃ আমি রোযাদার ছিলাম। বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমার রোযা ছিল না। পরদিন সে তার জিহ্বাহে কিছুটা সংযত করল। বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে খাওয়ার জন্যে ডাকলে সে বলল ঃ আমি রোযাদার ছিলাম। তিনি আবার বললেন ঃ তোমার রোযা ছিল না। পরের দিন সে তার রসনাকে পূর্ণরূপে সংযত রাখল। সন্ধ্যায় বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে খাওয়ার জন্যে ডাকলে সে বলল ঃ অদ্য আমি রোযাদার ছিলাম। বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হ্যাঁ, আজ তুমি রোযা রেখেছ। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ একবার বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোযা রাখার আদেশ দিলেন এবং বললেন ঃ আমি অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত কেউ ইফতার করবে না।

সকলেই রোযা রাখল। সন্ধ্যা হলে প্রত্যেক ব্যক্তি আসত এবং বলত ঃ ইয়া রাসূল্লাহ, আমি রোযাদার ছিলাম। আপনি আমাকে ইফতারের অনুমতি দিন। বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অনুমতি দিয়ে দিলেন। এরপর এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ আমার পরিবারের দু'জন মহিলা রোযা রেখেছিল। তারা আপনার কাছে আসতে লজ্জাবোধ করে। আপনি তাদেরকে ইফতারের অনুমতি দিন। বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি আবার আরয করল। তিনি আবার মুখ ফিরিয়ে নিলেন।তৃতীয়বারের পর বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তারা রোযা রাখেনি।যারা মানুষের গোশ্ত খায়, তাদের আবার রোযা কিসের? তুমি তাদের কাছে যেয়ে বল, তোমরা রোযা রেখে সকলে বমি করে দাও। মহিলাদ্বয়কে একথা বলা হলে তারা বমি করল। বমির সাথে জমাট রক্ত বের হল। লোকটি এসে বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সংবাদ দিলে তিনি বললেন ঃ সেই সত্তার কসম, যার কব্জায় আমার প্রাণ, এই জমাট রক্ত পেটে থেকে গেলে অগ্নি তাদেরকে খেয়ে ফেলত।

واخرج أحمد وأبو يعلى والبيهقي في (الشعب)، وإبن أبي الدنيا في ذم الغيبة، عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأتين صامتا وأن رجلا قال يا رسول الله : إن ههنا امرأتين صامتا وأنهما كادتا أن تموتا من العطش، قال: ادعهما فجاءتا فجيء بقدح أوعس، فقال لاحداهما قيئي فقاءت قيحا ودما وصديدا ولحما، حتى ملأت نصف القدح، ثم قال للأخر: قيئى فقاءت من قيح ودم وصديد ولحم عبيط وغيره حتى ملأت القدح، فقال: إن هاتين صامتا عما أحل الله

لهما وافطرتا علي ما حرم الله عليهما جلست إحداهما إلى الاخرى

فجعلتا تأكلان لحوم الناس.

العس: بضم العين وتشديد السين المهملتين القدح العظيم. العبيط: بفتح

المهملة وموحدة وتحتا نية وطاء مهملة الطريء.

বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গোলাম ওবায়দ বর্ণনা করেন ঃ দু'জন মহিলা রোযা রাখল। এক ব্যক্তি বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! দু'জন মহিলা রোযা রেখেছে। এখন পিপাসায় তাদের প্রাণ ওষ্ঠাহগত। বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তাদেরকে ডেকে আন। তারা এলে একটি বড় পেয়ালা আনা হল। বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজনকে বললেন ঃ এতে বমি কর। সে পুঁজ, গোশত ও কিছু রক্ত বমি করল। এতে পেয়ালা অর্ধেক ভরে গেল। অতঃপর অপরজনকেও বমি করতে বললেন। সে-ও পুঁজ, গোশত ও রক্ত বমি করল এবং পেয়ালা ভরে গেল। অতঃপর বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এরা উভয়েই আল্লাহর হালাল করা বস্তু খেয়ে রোযা রেখেছে এবং হারাম করা বস্তু দিয়ে ইফতার করেছে। তারা পাশাপাশি বসে মানুষের গোশত খেয়েছে; অর্থাৎ গীবত করেছে।

বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী

اخرج مسلم، عن حذيفة قال: لقد حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم

بما يكون حتى تقوم الساعة.

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য বিষয়সমূহের সংবাদ প্রদান করেছেন।

واخرج الشيخان من وجه اخر عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك فيه شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، وأنه ليكون منه الشيء قد كنت نسيته فأراه فاذكره كما يدخل الرجل وجه الرجل اذا غاب عنه ثم إذا راه عرفه.

বুখারী ও মুসলিম অন্য সনদে হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মধ্যে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সেইসব বিষয় বর্ণনা করলেন ঃ যেগুলো কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হবে। যে স্মরণ রেখেছে, সে স্মরণ রেখেছে, আর যে ভুলে গেছে, সে ভুলে গেছে। তাঁর বর্ণিত বিষয়সমূহের মধ্যে যখন আমি কোন একটি ভুলে যাই, তখন সেটি দেখা মাত্রই মনে পড়ে যায়, যেমন ভুলে যাওয়া মানুষ সামনে এলে মনে পড়ে যায়।

واخرج مسلم، عن أبي زيد قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة فأحفظنا أعلمنا.

মুসলিম আবু যায়দ থেকে বর্ণনা করেন বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ফজরের নামায পড়ালেন। অতঃপর তিনি মিম্বরে আরোহণ করে যোহর পর্যন্ত খোতবা দিলেন। মিম্বর থেকে নেমে তিনি যোহরের নামায আদায় করলেন। এরপর আবার সূর্যাস্ত পর্যন্ত সংঘটিতব্য বিষয়াবলী বর্ণনা করলেন। যে অধিক মনে রাখতে পেরেছে, সে অধিক জ্ঞানী।

হীরা বিজিত হওয়ার খবর

اخرج البخاري في (تاريخه)، والطبراني والبهقي وأبو نعيم، عن خرم بن أوس ابن حارثة بن لام قال: هاجرت إلى رسول صلى الله عليه وسلم منصرفه من تبوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذه الحيرة البيضاء قد رفعت لي وهذه الشهباء بنت نفيلة الأزدية على بغلة شهبا معتجرة بخمار أسود، فقلت يا رسول الله : إن نحن دخلنا الحيرة فوجدتها كما تصف فهي لي. قال: هي لك، فلما كان زمن أبي بكر وفرغنا من مسيلمة أقبلنا إلى الحيرة فأول من تلقا نا حين دخلناها الشهباء بنت نفيلة، كما قال رسول ا الله صلى الله عليه وسلم على بغلة شهباء معتجرة بخمار أسود، فتعلقت بها وقلت: هذه وهبها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاني خالد بن الوليد عليها با لبينة فأتيته بها وكانت البينة محمد بن مسلمة ومحمد بن بشر الأنصاريين، فسلمها إلي فنزل إلينا أخوها يريد الصلح، فقال: بعنيها. قلت: لا انقصها والله من عشر مائة درهم فأعطاني ألف درهم، فقيل لي لو قلت

مائت الف لد فعها اليك فقلت ماكنتم احسب ان عددا اكثر من عشر

مائة

হাযীম ইবনে আউস ইবনে হারেছা বর্ণনা করেন ঃ বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাবূক থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন আমি তাঁর কাছে হিজরত করলাম। তিনি বললেন ঃ হীরা আমার সামনে তুলে ধরা হয়েছে। আমি তা দেখতে পাচ্ছি।এই শায়মা বিনতে নফীলাকে সাদা খচ্চরের উপর সওয়ার দেখা যাচ্ছে, সে কাল ওড়না পরিহিতা। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আমরা হীরা জয় করি এবং শায়মাকে তেমনি পাই, যেমন আপনি বললেন, তবে শায়মা আমার হবে? বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বল্লেন হাঁ তোমার হবে । অতপর হযরত আবুবকর এর খেলাফত কাল উপস্থিত হল আমরা মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের বিরূদ্ধে অভিযান শেষ করে হিরায় উপস্থিত হলাম । তথায় সর্ব প্রথম আমরা শায়মা বিনতে নাফিশাহকে পেয়ে গেলাম । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগাম সংবাদ অনুযায়ী থাকে কাল উরনা পরা অবস্থায় খচ্ছরের উপর উপবিষ্ট দেখা গেল । আমি তাকে ধরে বল্লাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মহিলা আমাকে দান করেছেন। খালিদ ইবনে ওলীদ এ বিষয়ে সাক্ষী পেশ করতে বললেন। আমি মোহাম্মদ ইবনে সালামাহ্ ও মোহাম্মদ ইবনে বিশ্ত আনসারীকে সাক্ষীস্বরূপ পেশ করলাম। অতঃপর খালিদ শায়মাকে আমার হাতে তুলে দেন । এ সময় শায়মার ভাই এসে বল্ল তুমি তাকে আমার নিকট বিক্রয় করে দাও। আমি বললাম ঃ এর মূল্যে এক হাজারের কম নেব না। সে আমাকে হাজার দেরহামই দিল। লোকেরা বলল ঃ যদি তুমি এক লাখ দেরহাম চাইতে, তা হলেও শায়মার ভাই তোমাকে তা দিয়ে দিত। আমি বললাম ঃ দশ শ'য়ের বেশী গণনা আমার জানাই ছিল না।

পারস্য রাজ ও রোম সম্রাটের বিলুপ্তির খবর

اخرج الشيخان، عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

" اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا بعده، والذي

نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله".

বুখারী ও মুসলিম হযরত আবূ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা করেন বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, পারস্য রাজের বিলুপ্তির পর আর কোন পারস্যরাজ হবে না এবং কায়সর তথা রোম সম্রাটের বিলুপ্তির পর কোন রোম সম্রাট হবে না। সেই সত্তার কসম,যার কব্জায় আমার প্রাণ, তোমরা তাদের ধনভাণ্ডারকে আল্লাহর পথে ব্যয় করবে।

واخرج مسلم والبيهقي، عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى

عليه وسلم " لتفتحن عصابة من المسلمين كنوز كسرى التي في القصر

الأبيض فكنت أنا وابي فيهم فأصابنا من ذلك ألف درهم".

জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ) বলেন ঃ বিশ্ব নবী (সাঃ) বলেছেন ঃ মুসলমানদের একটি দল পারস্যরাজের শ্বেতপ্রাসাদর ধনভাণ্ডার অবমুক্ত করবে। জাবের বলেন ঃ যারা সেই ধনভাণ্ডার অবমুক্ত করেছিল, তাদের মধ্যে আমি এবং আমার পিতা ছিলাম। এতে আমরা এক হাজার দেরহাম অংশ পাই।

والخرج البيهقي، عن الحسن أن عمر أتي بسواري كسرى فألبسها

سراقة بن مالك، فبلغا منكبيه، فقال الحمد الله سواري كسرى بن هرمز

في يدي سراقة بن مالك أعرابي من بني مدلج قال الشافعي: وأنما

البسهما سراقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة ونظر إلى ذراعيه: كأني بك قد لبست سواري كسرى ومنطقته وتاجه.

হযরত হাসান (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, পারস্য বিজয়ের পর যখন খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছে পারস্য রাজের হাতের বলয় আনা হল, তখন সুরাকা ইবনে মালেক উভয় বলয় পরে নিলেন, যা তার কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে গেল। এটা দেখে খলীফা বললেন ঃ আলহামদু লিল্লাহ,কেসরা ইবনে হরমুযের উভয় বলয় বনী মুদাল্লাজ গোত্রীয় বেদুঈন সুরাকা ইবনে মালেক এই বলয়দ্বয় পরিধাণ করেছিলেন। কেননা,এক সময়ে তার হাতের কব্জির দিকে তাকিয়ে বিশ্ব নবী (সাঃ) বলেছিলেন ঃ আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি পারস্যরাজের বলয়দ্বয় পরিধান করেছ। তার কোমরবন্ধ লাগিয়েছ এবং তার মুকুট মাথায় পরিধাণ করেছ।

واخرج من طريق ابن عتبة، عن اسرائيل أبي موسى، عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسراقة بن مالك: " كيف بك إذا لبست سواري كسرى " قال: فلما أتى عمر بسواري كسرى دعا سراقة، فالبسه وقال:قل الحمد الله الذي سلبهما كسرى ابن هرمز والبسهما سراقة الأعرابي.

হযরত হাসান (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুরাকা ইবনে মালেককে বললেন ঃ তুমি যখন পারস্য রাজের কংকন পরিধাণ করবে, তখন তোমার অবস্থা কি হবে? সুতরাং খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছে পারস্যরাজের কংকন আনা হলে তিনি সুরাকাকে ডেকে কংকন পরিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ বল,আলহামদু

লিল্লাহ। আল্লাহর তা'আলাই কেসরা ইবনে হরমুযের কাছে থেকে কংকন ছিনিয়ে এনে সুরাকা বেদুঈনকে পরিয়ে দিয়েছেন।

واخرج ابو يعلى والحارث بن اسامة وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي وابو نعيم، عن سفينة قال : لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد جاء ابو بكر مجحر فوضعه، ثم جاء عمر مجحر فوضعه، ثم جاء عثمان مجحر فوضعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم " هؤلاء ولاة الأمر بعدي".

হযরত সফীনা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদের নির্মাণ শুরু করলে হযরত আবূ বকর (রাঃ) একটি পাথর বহন করে নিয়ে এলেন এবং সেটি স্থাপন করলেন। হযরত ওমর (রাঃ)-ও একটি পাথর আনলেন এবং স্থপন করলেন। অতঃপর হযরত ওছমান (রাঃ) একটি পাথর এনে স্থাপন করলেন।নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এরা আমার পরে শাসক হবে।

واخرج ابو يعلى والحاكم وأبو نعيم، عن عائشة قالت: أول حجر حمله النبي صلى الله وعليه وسلم لبناء المسجد، ثم حمل أبو بكر حجرا، ثم حمل عمر حجرا، ثم حمل عثمان حجرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم" هؤلاء الخلفاء بعدي

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ মসজিদ নির্মাণের জন্যে সর্বপ্রথম পাথর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বহন করেন। এরপর একটি পাথর আবূ বকর (রাঃ) ও অতঃপর একটি পাথর হযরত

ওছমান (রাঃ) বহন করেন। বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ এই সাহাবীগণ আমার পরে খলীফা হবে।

واخرج الطبر اني وأبو نعيم، عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم لعلي إنك مؤمر مستخلف وأنك مقتول وإن هذه

مخضوبة من هذه يعني لحيته من رأسه.

জাবের ইবনে সামরাহ বলেন ঃ বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলীকে বললেন ঃ তুমি আমীর ও খলীফা হবে এবং নিহত হবে। তোমার দাড়ি তোমার মাথার রক্তে রঞ্জিত হবে।

اواخرج الحاكم عن ثور بن مجزاة قال :مررت بطلحة يوم الجمل في

اخر رمق فقال لى : ممن انت ؟ قلت من اصحاب امير المؤمنين على ،

فقال ابسط يدك أبا يعك ، فبسطت يدي وبايعنى وفاضت نفسه، فاتيت

عليا فاخبرته ففقال الله اكبر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي

الله ان يدخل طلحة الجنة الا وبيعتى في عنقه

ছওর ইবনে মাজযাহ্ বর্ণনা করেন ঃ জামাল যুদ্ধে আমি যখন তালহার কাছে গেলাম, তখন তার মধ্যে সামান্য প্রাণ স্পন্দন অবশিষ্ট ছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কোন্ দলের লোক? আমি বললাম ঃ আমি হযরত আলী (রাঃ)-এর সহচরগণের একজন। তালহা বললেন ঃ হাত বাড়াও। আমি তোমার বয়াত করব। আমি হাতা বাড়ালে তিনি বয়াত করলেন। সেই মুহূর্তে তার আত্মা দেহপিঞ্জর থেকে উড়ে গল। আমি ফিরে এসে এই ঘটনা হযরত আলীকে (রাঃ) শুনালে তিনি বললেন ঃ আল্লাহু আকবার! বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য বলেছিলেন যে, আমার বয়াতের বেড়ি ঘাড়ে না নিয়ে তালহা জান্নাতে যাবে- এটা আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় নয়।

واخرج ابن عساكر من طريق سهل بن ابي حثمة، عن عبد الرحمن بن سهل الأنصاري الحارثي أحد من شهد أحدا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ما كانت نبوة قط إلا تبعتها خلافة، ولا كانت خلافة

قط إلا تبعها ملك، كانت صدقة قط إلا صارت مكسا.

উহুদ যুদ্ধে শাহাদত বরণকারী আবদুর রহমান ইবনে সহল আনসারী বর্ণনা করেন বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক নবুওয়তের পরে খেলাফত ছিল। প্রত্যেক খেলাফতের পরে বাদশাহী (রাজতন্ত্র) জন্ম নিয়েছে এবং প্রত্যেক যাকাত খেরাজ তথা ট্যাক্স রূপ ধার করেছে।

হযরত সফীনার বর্ণনা করেন ঃ বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমার উম্মতে ত্রিশ বছর খেলাফত থাকবে। এরপর রাজতন্ত্র এসে যাবে। বলা বাহুল্য,চারটি খেলাফতের সময়কাল ছিল ত্রিশ বছর।

وأخرج البيهقي، عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم في النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة تكون ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها اذا شاء، ثم يكون ملك عضوض، ثم تكون جبرية ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها إذا

www.AmarIslam.com

شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فلما ولي عمر بن عبد العزيز ذكر له هذا الحديث وقيل له ان نرجو أن تكون بعد الجبرية، فسربه

হযরাত হুযায়ফা (রাঃ)-এর বর্ণনা বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তোমরা নবুওয়তের সময়কালে জীবনা যাপন করছ। আল্লাহ তা'আলা যতদিন চাইবেন, নবুওয়ত থাকবে। এরপর নবুওয়ত তুলে নেওয়া হবে এবং নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহ যতদিন চাইবেন, এই খেলাফত অব্যাহত থাকবে। এরপর খেলাফত তুলে নেওয়া হবে এবং যুলুম ও অবিচারে পরিপূর্ণ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। এ সময় অত্যাচার ও নিপীড়ন চলবে। যত দিন আল্লাহ চাইবেন, এই অত্যাচার বাকী থাকবে। এরপর খতম হয়ে যাবে এবং নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) যখন খলীফা হলেন, তখন তাঁর কাছে এই হাদীস বর্ণনা করা হল। গুণীজনেরা তাকে বললেন ঃ আমরা আশা করি এই খেলাফত আপনার খেলাফত। একথা শুনে তিনি উৎফুল্ল হলেন।

واخرج ابن ابي شيبة في (مسنده) من طريق عبد الملك بن عمير، عن معاوية قال: مازلت أطمع في الخلافة منذ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا معاوية إن ملكت فأحسن". وأخرج البيهقي، عن عبد الله بن عمير قال قال معاوية: والله ما حملني على الخلافة إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم " يا معاوية إن وليت أمرا فاتق الله واعدل" فما زلت إظن اني مبتلي بعمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم.

আবদুল্লাহ ইবনে ওমায়ের বর্ণনা করেন ঃ হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) বলেন ঃ একটি মাত্র বিষয় আমাকে খেলাফতের প্রতি উৎসাহিত করেছে। তা হচ্ছে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই এরশাদ-হে মোয়াবিয়া, যদি তুমি শাসনকর্তা হও, তবে আল্লাহকে ভয় করবে এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবে। আমি সর্বদা ভাবতামা যে, আমি শাসনকার্যে নিয়োজিত হব। কেননা, বিশ্ব নবী ﷺ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা বলে দিয়েছেন।

واخرج الطبراني، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية " كيف بك لوقد قمصك الله قميصا يعني الخلافة فقالت ام حبيبة: نارسول الله وإن الله مقمص اخي قميصا قال نعم ولكن فيه هنات وهنات وهنات".

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা ঃ বিশ্ব নবী ﷺ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোয়াবিয়াকে বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যদি তোমাকে জামা পরিধাণ করান, অর্থাৎ খেলাফত দান করেন, তবে তোমার কি অবস্থা হবে? উম্মে হাবীবা (রাঃ) আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আমার ভাইকে জামা পরাবেন কি? বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ অবশ্যই। কিন্তু এতে ভীষণ পরীক্ষা আছে। একথাটি তিনি তিনবার বললেন।

واخرج عبد الله بن أحمد في (زوائد الزهد)، على علي بن ابي طالب قال: "لا تلعنوا بني أمية فأن فيهم أميرا صالحا " يعني عمر بن عبد العزيز.

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ বিশ্ব নবী ﷺ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন বনূ উমাইয়াকে অভিসম্পাদ করো না।

কেননা, বনূ উমাইয়ার মধ্যে একজন সাধু পুরুষ হবেন যিনি ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ)।

واخرج أبو نعيم، عن ابن عباس قال: حدثتني أم الفضل قالت:

مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال " إنك حامل بغلام، فإذا ولدت فائتيني به قلت يارسول الله أني ذاك وقد تحالفت قريش أن لا يأتوا النساء قال هو ما قد اخبرتك قالت فلما ولدته اتيته به فاذن في اذنه اليمنى واقام في اليسر والباه . من ريقه وسماه عبد الله وقال إذهبي بأبي الخلفاء فأخبرت العباس فأتاه فذكر له فقال هو ما اخيرتك هذا أبو الخلفاء حتى يكون منهم السفاح حتى يكون منهم المهدي حتى يكون منهم من يصلي بعيسى عليه السلام.

আবূ নঈমের বর্ণনা করেন ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন,উম্মুল ফযল আমার কাছে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাতে তিনি বলেন ঃ আমি বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর কাছে গেলে তিনি বললেন ঃ তুমি একটি শিশুর জননী হবে। সে ভূমিষ্ঠ হলে তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। আমি আরয করলাম ঃ শিশু কিরুপে হবে, কোরায়শরা তো কসম খেয়েছে যে, তারা স্ত্রীদের কাছে যাবে না। বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আমি তোমাকে যে খবর দিয়েছি, তাই হবে। মোটকথা, আমার একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে আমি তাকে নিয়ে বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি শিশুর ডান কানে আযান দিলেন এবং বাম কানে একামত বললেন। অতঃপর তার মুখে আপন পবিত্র থুথু দিলেন। শিশুর নাম রাখলেন আবদুল্লাহ। সবশেষে বললেন ঃ

খলীফাগণের পিতাকে নিয়ে যাও। আমি এই ঘটনা সম্পর্কে হযরত আব্বাসকে অবহিত করলাম। তিনি বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেদমতে এসে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ উম্মুল ফযল ঠিকই বলেছে। এই শিশু খলীফাগণের পিতা। সেই খলীফাগণের একজন সাফ্ফাহ এবং একজন মাহ্দী হবে। তাদের মধ্যে একজন সেই ব্যক্তিও হবে, যে হযরত ঈসা (আঃ)-কে নামায পড়াবে।

واخرج الزبير بن بكار في (الموفقيات)، عن علي بن ابي طالب أنه أوصى حين ضربه ابن ملجم فقال في وصيته " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بما يكون من اختلاف بعده» وأمرني بقتال الناكثين والمارقين والقاسطين، واخبرني بهذا الذي.أصابنى ,واخبرني انه يملك معاية والبنه يزيد ثم يصر الي بنىمرون يتوارثو نها وان ١.٥ الأم رصائر البنى امية ثم الى بنىالعباس وارانى اتربة التة يقتل بها الحسين

যুবায়র ইবনে বাক্কার বর্ণনা করেন ঃ যে সময় ইবনে মুলজিম হযরত আলী (রাঃ)-এর উপর খুনীসুলভ হামলা করে, তখন হযরত আলী (রাঃ) ওসিয়ত করেন যে, বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে পরবর্তীকালের মতবিরোধ সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। তিনি আমাকে বিশ্বাসঘাতক, ধর্মত্যাগী ও যালেমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে এই হামলা সম্পর্কেও খবর দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, মোয়াবিয়া ও তার পুত্র ইয়াযীদ খেলাফত লাভ করবে। খেলাফত বনূ উমাইয়ার হাতে চলে যাবে। তারা একে উত্তরাধিকার স্বত্বে পরিণত করবে। এরপর আসবে বনি আব্বাস। বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম আমাকে সেই ভূখণ্ডও দেখিয়েছেন, সেখানে হুসাইনকে শহীদ করা হবে।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর শাহাদতের খবর

اخرج ابن سعد وابن ابي شيبة، عن أبي الاشهب، عن رجل من مزينة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عمر ثوبا فقال أجديد أم غسيل؟ فقال: بل غسيل. فقال: "يا عمر البس جديدا وعش حميدا وتوف شهيدا" مرسل. وقد أخرج أحمد وابن ماجة، عن ابن عمر مرفوعا مثله. وأخرجه البزار من حديث جابر مثله.

ইবনে সা'দও ইবনে আবিল আশহাব মুযায়না গোত্রের এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন ঃ বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ওমরের শরীরে এক পোশাক দেখে জিজ্ঞেস করলেনঃ এটা নতুন,না ধৌত করা? হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ ধৌত করা। বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ওমর, নতুন পোশাক পর প্রশংসনীয় জীবন যাপন কর এবং শাহাদতের মৃর্তু বরণ কর।

হযরত ওছমান (রাঃ)-এর শাহাদতের খবর

أخرج الشيخان، عن أبي موسى الاشعري "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ببئر اريس فجلس على قف. البئر فتوسطه ثم دلى رجليه في البئر وكشف عن ساقيه فقلت لأكونن اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر فقلت على رسلك وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: هذا ابو بكر يستأذن. قال: ائذن له وبشره بالجنة،

فدخل حتى جلس إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم في القف على يمينه ودلى رجليه، ثم جاء عمر فقلت هذا عمر يستأذن. قال: ائذن له وبشره بالجنة، فجاء حتى جلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على يساره ودلى رجليه، ثم جاء عثمان فقلت هذا عثمان يستأذن، فقال: ائذن له وبشره با لجنة على بلوى تصيبه، فدخل فلم يجد في القف مجلسا، فجلس وجاههم من شق البئر ودلى رجليه" قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم

বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরীস কূপের দিকে চলে গেলেন। তিনি কূপের বেড়াপ্রাচীরে বসে উভয় পা কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিলেন। অতঃপর উভয় পায়ের মোজা খুলে ফেললেন। আমি মনে মনে বললাম, আজ আমার উচিত বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দারোয়ানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া। ইতিমধ্যে হযরত আবূ বকর এলেন। আমি তাকে বললাম ঃ আপনি থামুন। অতঃপর আমি বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম ঃ আবূ বকর এসেছেন, অনুমতি চান। তিনি বললেন ঃ তাকে অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আবূ বকর এসে বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর ডান দিকে বসে গেলেন। তিনিও আপন পদদ্বয় ঝুলিয়ে দিলেন। অতঃপর হযরত ওমর এলেন। আমি আবার খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম ঃ ওমর এসেছেন এবং সাক্ষাতের অনুমতি চান। বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তাকে অনূমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও। হযরত ওমর এসে কূপের প্রাচীরের

উপর বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বামদিকে বসে গেলেন। তিনিও কূপের মধ্যে পা ঝুলিয়ে দিলেন। অতঃপর হযরত ওছমান এলে আমি তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম ঃ ওছমান এসেছেন এবং সাক্ষাতের অনুমতি চাইছেন। তিনি বললেন ঃ তাকে অনুমতি দাও এবং এই সুসংবাদ দাও যে, সে অনেক দুঃখ-কষ্ট ও যাতানা সহ্য করার পর জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর হযরত ওছমান তার কাছে এলেন এবং ডানে-বামে স্থান না পেয়ে তার বিপরীত দিকে প্রাচীরে বসে পা ঝুলিয়ে দিলেন। সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব বলেন ঃ এই ঘটনার ব্যাখ্যা তাঁদের কবর; অর্থাৎ হযরত আবূ বকর ও ওমর (রাঃ) উভয়েই বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথে সমাধিস্থ হবেন এবং হযরত ওছমান (রাঃ)-কে আলাদা জায়গায় দাফন করা হবে।

وأخرج ابن أبي خيثمة في (تاريخه) وأبو يعلى البزار وأبو نعيم، عن أنس قال: "كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط فجاءات فدق الباب فقال يا أنس : قم فافتح له وبشره بالجنة وبا الخلافة من بعدي، فاذا أبو بكر ثم جاء رجل فدق الباب فقال يا انس قم فافتح له وبشره بالجنة وبالخلافة من بعد أبي بكر، فاأذا عمر، ثم جاء رجل فدق الباب فقال افتح له وبشره بالخلافة من بعد عمر وإنه مقتول، فإذا عثمان".

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমি বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সঙ্গে বাগানে ছিলাম। কেউ এসে দরজায় খট্‌খট্‌ আওয়াজ করল। বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আনাস, দরজা খুলে দাও, আগন্তুককে জান্নাতের সুসংবাদ দাও এবং আমার

পরে খলীফা হওয়ার সুখবর জানিয়ে দাও। আমি হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে দেখতে পেলাম। পুনরায় কেউ এসে খট্‌খট্‌ আওয়াজ করল। বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আনাস, যাও দরজা খুলে দাও। আগন্তুককে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে বল যে, ওমরের পরে সে খলীফা হবে এবং তাকে হত্যা করা হবে। এরপর আমি হযরত ওছমান (রাঃ)-কে দেখতে পেলাম।

واخرج أبو يعلى عن حفصة ام المؤمنين أن النبى صلى الله عليه وسلم أرسل الى عثمان فقال له انك مقتول مستشهد فاصبر صبرك الله ولا تخلعن قميصاً قمصكم الله . ثنتى عشرة سنة وسنة اشهر . فلما ادبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صبرك الله فانك سوف تستشهد وتموت وأنت صائم وتفطر معى.

উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ওছমানকে ডেকে পাঠালে তিনি উপস্থিত হলেন। বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি নিহত ও শহীদ হবে, তাই সবর করবে। আল্লাহ যে পোশাক তোমাকে পরিধান করাবেন, তা বার বছর ছয় মাস পর্যন্ত থাকবে। কিন্তু তুমি নিজে তা খুলে ফেলবে না। হযরত ওছমান সেখানে থেকে ফিরে এলে বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বলে দোয়া দিলেন ঃ আল্লাহ তোমাকে সবর দান করুন। তুমি সত্বরই রোযা অবস্থায় শহীদ হবে এবং আমার সাথে ইফতার করবে।

واخرج الحكم وصححه . عن عبد الله بن حوالة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهجمون على رجل معتجر ببردة يبايع الناس من اهل الجنة فهجمت على عثمن وهومعتجر ببردة حبرة يبايع.

আবদুল্লাহ ইবনে হাওয়ালা থেকে বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই উক্তি বর্ণিত আছে যে, একজন জান্নাতী ব্যক্তি চাদরের পাগড়ী বেঁধে মুসলমানদের কাছ থেকে বয়াত নেবে। তোমরা তার উপর আক্রমণ

করবে। সেমতে যখন হযরত ওছমান (রাঃ)-এর উপর আক্রমণ হয়, যখন তিনি সবরের চাদর দিয়ে পাগড়ী বেঁধে বয়াত নিচ্ছিলেন।

وأخرج ابنى منيع في (مسند) من طريق النعمان بن بشير ، عن نائلة بنت الفرافصة امراة عثمان قالت لما حصر عثمان ظل صائما ، فلما كان عند الافطار سألهم الماء العذب ، فمنعوه فبات ، فلما كان فى السحر قال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علي على هذا السقف ومعه دلو من ماء فقال : اشرب يا عثمان فشربت حتى رويت ، ثم قال ازدد فشربت حتى امتلأت .

হযরত ওছমান (রাঃ) এর পত্নী নায়েলা বিনতে কারাকিসা বর্ণনা করেন-যখন হযরত ওছমানের গৃহ অবরোধ করা হয়, তখন তিনি রোযাদার ছিলেন। ইফতারের সময় তিনি পানি চাইলে অবরোধকারীরা পানি দিল না। পিপাসিত অবস্থায় তিনি রাত্রি অতিবাহিত করলেন। সেহরীর সময় তিনি বললেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) এক বালতি পানি নিয়ে আমার কাছে এলেন। তিনি বললেন ঃ ওছমান পানি পান কর। আমি তৃপ্ত হয়ে পানি পান করলাম। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আরও পান কর। আমি আবার পান করলাম। অবশেষে আমার পেট ভরে গেল।

হযরত আলী (রাঃ)-এর শাহাদতের খবর

اخرج الحاكم وصححه، عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنك ستضرب ضربة ههنا وضربة ههنا وأشار إلى صدغيه فيسيل دمهما حتى تخضب لحيتك " وله طرق كثيرة عن علي.

واخرج الحكم وصححه ابو نعيم عن عمار بن ياسر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعلى أشقى الناس الذي يضربك على هذه يعني قرنه

حتى تبل هذه من الدم يعني لحيته، وورد مثله من حديث جابر بن

سمرة وصهيب اخرجهما ابونعم ،

হযরত আলী (রাঃ) এর বর্ণনা রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ হে আলী তোমার এ স্থানে এবং এ স্থানে আঘাত করা হবে। (তিনি কানপট্রির দিকে ইশারা করলেন)। এ স্থানে থেকে রক্ত প্রবাহিত হবে এবং তোমার দাড়ি রঞ্জিত হয়ে যাবে।

আম্মার ইবনে ইয়াসির বর্ণনা করেন, বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলীকে বললেন ঃ এক হতভাগা তোমার কানপট্রিতে তরবারি দিয়ে আঘাত করবে। ফলে তোমার দাড়ি রক্তাপ্লুত হয়ে যাবে। যুহরী বর্ণনা করেন ঃ যে দিন সকালে হযরত আলী (রাঃ) নিহত হন, বায়তুল মোকাদ্দাসে যে পাথরই উত্তোলন করা হয়, তার নীচে রক্ত পাওয়া যায়।

আরব উপদ্বীপে কখনও মূর্তিপূজা না হওয়ার খবর

واخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم " إن الشيطان قد ايس ان تعبد المصلون فى جزيرة العرب ولكن

فى التحريش بينهم،

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন ঃ বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ শয়তান এ বিষয়ে হতাশা হয়ে গেছে যে, আরব উপদ্বীপে নামাযীরা তার এবাদত করবে। কিন্তু শয়তান নামাযীদের উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়াস অব্যাহত রাখবে।

ওয়ায়স কারনীর খবর

اخرج مسلم، عن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا

"أن رجل من اهل اليمن يقدم عليكم ولا يدع بها إلا أماله قد كان به

بياض، فدعا الله أن يذهبه فاذهبه عنه إلا موضع الدينار يقال له أويس

فمن لقيه منكم فليأمره فليستغفر له".

হযরত ওমর (রাঃ)-এর বর্ণনা বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ইয়ামনের জনৈক ব্যক্তি তোমাদের কাছে আসবে। ইয়ামনে কেবল তার 'মা' থাকবে। তার শরীরে সাদা দাগ হবে। এটা দূর করার জন্যে সে আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই সাদা দাগ দূর করে দেবেন। তবে এক দীনার পরিমাণ জায়গা সাদা থেকে যাবে। তার নাম হবে ওয়ায়স। কেউ তার সাথে দেখা করলে তার উচিত হবে তাকে দিয়ে নিজের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করানো।

واخرج البيهقي من وجه اخر، عن عمرأن رسول الله صلى الله عليه

وسلم " سيكون في التابعين رجل من قرن يقال له: أويس بن عامر

يخرج به وضح فيدعو الله أن يذهبه عنه فيذهبه فيقول: اللهم دع لي في

جسدي منه ما أذكر به نعمتك علي فيدع له في جسده فمن أدركه منكم

فاستطاع ان يستغفر له فليستغفر له".

واخرج ابن سعد والحاكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نادى

رجل من أهل الشام يوم صفين، فقال: فيكم أويس القرني؟ قالوا : نعم.

قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول" إن من خير

التابعين أويس القرني ثم ضرب دابته فدخل فيهم".

الخرج ابن سعد والحاكم من طريق أسير بن جابر، عن عمر انه قال لأويس القرني: استغفر لي، قال: كيف استغفر لك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول" إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني".

হযরত ওমর (রাঃ) আরও বর্ণনা করেন যে, বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তাবেয়ীগণের মধ্যে এক ব্যক্তি হবে কারনের অধিবাসী। তার নাম হবে ওয়ায়স ইবনে আমের। তার শরীরে সাদা দাগ দেবে। সে আল্লাহর কাছে দোয়াকরবে, যাতে আল্লাহ এই দাগ দূর করে দেন এবং আল্লাহ তা'আলা তার শরীরে সামান্য সাদা অংশ বাকী রাখেন। সেমতে আল্লাহ তা'আল তার শরীরে সামান্য সাদা অংশ বাকী থাকতে দেবেন। তোমাদের কেউ তার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারলে সে যেন নিজের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করায়। আবদুর রহমান ইবনে আবী ইয়ালা বর্ণনা করেন ঃ আপনাদের মধ্যে ওয়ায়স কারনী আছে? লোকেরা বলল ঃ হ্যাঁ। লোকটি বলল যে, সে বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছে- ওয়ায়সকারনী শ্রেষ্ঠতম তাবেয়ী। এরপর সে আপন বাহিনীর মধ্যে দাখিল হয়ে গেল।

হযরত ওমর (রাঃ) ওয়ায়স কারনীকে বললেন ঃ আপনি আমার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করুন। ওয়ায়স কারনী বললেন ঃ আমি আপনার জন্যে কিরূপে মাগফেরাতের দোয়া করব? আপনি তো নিজে সাহাবী। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ আমি বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ ওয়ায়স কারনী নামক এক ব্যক্তি শ্রেষ্ঠতম তাবেয়ী হবে।

রাফে' ইবনে খদীজের শাহাদতের খবর

اخرج الطيالسي وابن سعد البيهقي من طريق يحي بن عبد الحميد بن رافع قال: حدثتني جدتي أن رافعا رمى يوم احد أيوم حنين بسهم في ثندوته. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وان شئت نزعت السهم وتركت القطبة، وشهدت لك يوم القيامة إنك شهيد، فقال رافع يارسول الله إنزع السهم ودم القطبة، واشهد لي يوم القيامة إني شهيد فعاش بعد ذلك حتى إذا كان خلافة معاوية انتقض ذلك الجرح فمات.

ইয়াহইয়া ইবনে আবদুল হামিদ ইবনে রাফে, বর্ণনা করেন, আমার দাদী আমাকে বলেছেন যে, উহুদ কিংবা হুনায়ন যুদ্ধে রাফে' ইবনে খদীজের বুকে তীর বিদ্ধ হয়ে গেলে তিনি বিশ্ব নবী্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাছে এসে আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! তীরটি টেনে নিন। বিশ্ব নবী্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ রাফে, তুমি চাইলে তীর এবং ফলা উভয়টি টেনে নেই, আর যদি চাও, তবে ফলাটি থাকবে এবং কিয়ামতের দিন তোমার শাহাদাতের সাক্ষ্য দেই। রাফে বললেন ঃ আপনি তীর টেনে নিন এবং ফলাটি থাকতে দিন, এরপর কিয়ামতের দিন আমার শাহাদতের সাক্ষ্য দিন। রাফে এই ঘটনার পর দীর্ঘদিন জীবিত থাকেন এবং মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর খেলাফতকালে তার ক্ষতস্থান বিদীর্ণ হয়ে যায়। ফলে তিনি ইন্তেকাল করেন।

হযরত আবূ যর (রাঃ) সম্পর্কিত খবর

اخرج الحاكم وصححه والبهقي، عن أم ذر قالت: والله ماسير عثمان أباذر، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا بلغ البناء سلعا فاخرج منها، فلما بلغ البناء سلعا وجاوز خرج أبو ذر إلى الشام".

واخرج الحاكم وأبو نعيم، عن ام ذر قالت: لما حضرت أباذر الوفاة

قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم "

ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين" وليس

من اولئك النفر أحد إلا وقد مات في قرية وجماعة، فأنا ذلك الرجل

فابصري الطريق، فقلت إني وقد ذهب الحاج وتقطعت الطريق، فبينا

أنا وهو كذلك، إذا أنا برجال على رحالهم فالحت. بثوبي فأسرعوا إلي

حتى وقفوا علي فحضروه وقاموا عليه حتى دفنوه.

আবূ যর-পত্নী উম্মে যর বর্ণনা করেন ঃ হযরত আবূ যর (রাঃ)-কে খলীফা হযরত ওছমান (রাঃ) বহিষ্কার করেননি; বরং বিশ্ব নবী ﷺ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছিলেন ঃ শহরের আবাসিক গৃহ যখন সলা, পাহাড় পর্যন্ত চলে যায়, তখন তুমি শহর ত্যাগ করবে। সেমতে আবাসিক এলাকায় সলা, পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গেলে আবূ যর (রাঃ) সিরিয়া চলে গেলেন।

উম্মে যর থেকেই বর্ণিত আছে ঃ হযরত আবূ যরের ওফাত আসন্ন হয়ে গেলে তিনি বলেছিলেন ঃ আমি বিশ্ব নবী ﷺ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুখ থেকে শুনেছি, তিনি একদল লোক সম্পর্কে, যাদের মধ্যে আমিও ছিলাম-বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি জনশুন্য প্রান্তরে মারা যাবে। তার মৃত্যর সময় একদল মুমিন উপস্থিত থাকবে। বিশ্ব নবী ﷺ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদের সম্পর্কে একথা বলেছিলেন, তারা সকলেই বসতি এলাকায় ইন্তেকাল করে গেছেন। এখন জনশূন্য প্রান্তরে মৃত্যু বরণকারী আমিই রয়ে গেছি। তুমি পথের উপর দৃষ্টি রেখো। আমি বললাম ঃ এখন রাস্তায় কেউ নেই। হাজীগণ আমাদের অতিক্রম করে চলে গেছেন।

কিছুক্ষণ পর আমি উটের পিঠে সওয়ার কিছু লোককে যেতে দেখলাম। আমি কাপড় নেড়ে নেড়ে তাদের আহব্বান করলাম। তারা এসে গেল এবং আবূ যরের কাছে দাঁড়িয়ে গেল। তার ইন্তেকালের পর তারা তার দাফন কার্য সমাধা করে আপন পথে চলে গেল।

উম্মে ওয়ারাকাকে শাহাদাতের খবর প্রদান

اخرج ابو داود وابو نعيم، عن جميع وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري، عن أم ورقة بنت نوفل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت: يارسول الله ائذن لي في الغزو معك لعل الله تعالى ان يرزقني شهادة. قال "قري في بيتك فان الله يرزقك الشهادة" فكانت تسمى الشهيدة، وكانت قد قرأت القرآن ثم أنها دبرت غلاما لها وجارية، فقاما اليها من الليل فغماها بقطيفة حتى ماتت، وذلك في إمارة عمر فأمر بهما فصلبا، فكانا أول مصلوب بالمدينة.وأخرجه ابن راهويه وابن سعد البيهقي وابو نعيم من وجه آخر وزاد في آخره. فقال عمر: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول " انطلقوا نزور الشهيدة"

উম্মে ওয়ারাকা বিনতে নওফেল বর্ণনা করেন, বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বদর যুদ্ধে রওয়ানা হন, তখন আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ! আমাকেও যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি দিন, যাতে আল্লাহ পাক আমাকে শাহাদত নসীব করেন। বিশ্ব নবী (সাঃ) বললেন ঃ

তুমি এখানেই তাক। এখানেই তোমার শাহাদত নসীব হবে। উম্মে ওয়ারাকাকে মানুষ শহীদ বলত। তিনি কোরআন পাঠ করেছিলেন এবং একটি গোলাম ও একটি বাঁদীকে শর্তাধীনে মুক্ত করেছিলেন। সেই গোলাম ও বাঁদী উভয়েই এক রাতে আততায়ীর বেশে এসে তাঁকে গলাটিপে হত্যা করে। হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে এ ঘটনা করা হলে তিনি বললেন ঃ মুসলমানদে উপর থেকে ফেতনা দূর না হওয়া পর্যন্ত আমি কোন শহরে বসবাস করব না।

আম্মার ইবনে ইয়াসিরের হত্যার খবর

اخرج الشيخان عن أبى سعيد ومسلم، عن أم سلمة وأبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار "تقتلك الفئة الباغية" هذا الحديث متواتر رواه من الصحابة بضعة عشر كما بينت ذلك في الاحاديث المتواترة.

বুখারী ও মুসলিম আবূ সায়ীদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আম্মারকে বললেন ঃ তোমাকে একটি বিদ্রোহী দল কতল করবে।

وأخرج البيهقي وأبو نعيم، عن مولاة لعمار قالت: اشتكى عمار شكوى فغشي عليه فافق نحن نبكي حوله، فقال اتخشون أن أموت على فراشي. أخبر ني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنه تقتلني الفئة الباغية وأن أخر ادمي من الدنيا مذقة من لبن".

বায়হাকী ও আবূ নঈম আম্মারের বাঁদী থেকে বর্ণনা করনে ঃ আম্মার অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এক পর্যায়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। এরপর

তার জ্ঞান ফিরে এল। আমরা তখন ক্রন্দন করছিলাম। তিনি বললেন ঃ তোমরা মনে কর আমি শয্যাশায়ী হয়ে মারা যাব। না, বিশ্ব নবী ﷺ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ তোমাকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। দুনিয়াতে আমার সর্বশেষ খাবার হবে পানি মিশ্রিত দুধ।

وأخرج أحمد وابن سعد الطبر اني والحاكم وصححه، والبهقي وأبو نعيم، عن ابي البختري أن عمار بن ياسر أتي يوم صفين بشربة من لبن، فضحك فقيل له : مم تضحك؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " اخر شراب تشربه من الدنيا شربة لبن ثم تقدم فقتل واخرجه من اوجه اخرى عن عمار.

আবুল বুখতারী বর্ণনা করেন ঃ ছিফফীন যুদ্ধের সময় আম্মার ইবনে ইয়াসিরের কাছে দুধ আনা হল। তিনি দুধ দেখে হাসতে লাগলেন। হাসির কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ বিশ্ব নবী ﷺ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন-দুনিয়াতে তোমার সর্বশেষ পানীয় হবে দুধ। এরপর তিনি যুদ্ধে এগিয়ে গেলেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন।

وأخرج احاكم وصححه، عن حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمار " تقتلك الفئة البغية تشرب شربة ضياح. تكون اخر رزقك من الدنيا".

হযরত হুযায়ফা বর্ণনা করেন ঃ বিশ্ব নবী ﷺ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আম্মারকে বললেন ঃ তোমাকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। তুমি পিপাসা পরিমাণে পানি মিশ্রিত দুধ পান করবে। এটাই হবে দুনিয়াতে তোমার সর্বশেষ রিযিক।

যায়দ ইবনে আরকামের অন্ধ হওয়ার খবর

اخرج البيهقي، عن زيد بن ارقم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل

عليه يعوده من مرض كان به فقال له "ليس عليك من مرضك بأس،

ولكن كيف بك إذا عمرت بعدي فعميت، قال: اذن احتسب فاصبر،

قال: إذن تدخل الجنة بغير حساب فعمى بعدما مات النبي صلى الله

عليه وسلم ثم رد الله تعالى عليه بصره ثم مات"

যায়দ ইবনে আরকাম বর্ণনা করেন ঃ অসুস্থ অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখতে এলেন। তিনি বললেন ঃ তোমার এ রোগ বিপজ্জনক নয়। কিন্তু আমি আশংকা করি যে, তুমি আমার পরে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবে এবং অন্ধ হয়ে যাবে। আমি বললাম ঃ এজন্যে আমি আল্লাহর কাছে ছওয়াব আশা করব এবং ছবর করব। বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এরূপ করলে তুমি বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাতের পর যায়দ অন্ধ হয়ে যান, অতঃপর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে এবং এরপর ইন্তেকাল করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর অবস্থা

واخرج ابونعيم، عن ابن عباس قال: مررت برسول الله صلى الله عليه

وسلم وعلي ثياب بيض وهو يناجي دحية وهو جبريل، وأنا لا أعلم فلم

أسلم، فقال جبريل، ما اشد وضح ثيابه أما أن ذريته ستسود بعده لو

سلم رددت عليه، فلما رجعت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : " ما منعك أن تسلم؟ قلت: رأيتك تناجي دحية الكلبي، فكرهت أن اقطع عليكما. قال : ورأيته؟ قلت: نعم. قال: أما أنه سيذهب بصرك ويرد عليك في موتك " قال عكرمة : فلما قيض ابن عباس ووضع على سريره جاء طائر شديد الوضح فدخل في اكفانه فلم يرده فقال عكرمة: هذه بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم التى قال له فلما وضع في لحده تلقي بكلمة سمعها على شفير قبره: يا أيتها النفس المطمئنة*ارجعي الى ربك رضية * فادخلي في عبادي * ودخلي جنتي *

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমি সাদা পোশাক পরিহিত হয়ে বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাছে গেলাম। তিনি দেহইয়া কালবীর সাথে কথা বলছিলেন, যিনি প্রকৃতপক্ষে জিবরাঈল ছিলেন। কিন্তু আমি জানতাম না। আমি সালাম করলাম না। জিবরাঈল বললেন ঃ তার কাপড় সাদা। কিন্তু তার বংশধর সালাম করলম না। জিবরাঈল বললেন ঃ তার কাপড় সাদা। কিন্তু তার বংশধর কাল পোশাক পরবে। সে সালাম করলে আমি জওয়াব দিতাম। আমি যখন ফিরে এলাম, তখন বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি সালাম করলে না কেন? আমি বললাম ঃ আমি আপনাকে দেহইয়া কালবীর সাথে কথা বলতে দেখে কথাবার্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা সমীচীন মনে করলাম না। বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি তাকে

দেখেছ? আমি বললাম ঃ জী হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ শেষ বয়সে তোমার দৃষ্টিশক্তি লোপ পাবে এবং মৃত্যুর সময় ফিরে আসবে। ইকরামা বলেন ঃ যখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের ওফাত হয় এবং তাকে কাটিয়ায় রাখা হয়, তখন একটি সাদা পাখী এসে তার কাফনে ঢুকে যায়, যা আর বাইরে আসেনি।

উম্মতের তেহাত্তর ফেরকা হওয়ার খবর

اخرج البيهقي والحاكم، عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " افترق اليهود على أحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة .وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة:

اخرج الحاكم والبيحهقي عن معوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل الكتاب تفرقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة، وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين ملة, يعني الاثواء. كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة ويجرج في أمتي اقوام تتجارى تلك الأهواء بهم كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخله.

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ইহুদীদের একাত্তর কিংবা বাহাত্তর ফেরকা হয়েছে,

খৃস্টানদেরও তাই হয়েছে। আমার উম্মত তেহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়ে যাবে।

হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর বর্ণনা বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ গ্রন্থধারীরা তাদের ধর্ম কর্মে বাহাত্তর ফেরকা হয়ে গেছে। এই উম্মতও তেহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়ে যাবে। তারা খেয়ালখুশীর পূজারী হয়ে যাবে। সকলেই দোযখী হবে একটি ফেরকা ছাড়া। তারা জাহান্নমী হবে না। তারা হচ্ছে আমার অনুসারী একতা বদ্ধ দল। আমার উম্মতের মধ্যে এমন সম্প্রদায় আত্মপ্রকাশ করবে, যারা খেয়াল খুশীর অনুসরণে অতীত সম্প্রদায় সমূহের অনুগামী হবে, যেমন কুকুর তার প্রভুর অনুগামী হয়। এই উম্মতের এমন কোন শিরা ও গ্রন্থি থাকবে না, যেখানে খেয়ালখুশী প্রবিষ্ট না হবে।

واخرج البيهقي، والحاكم، عن ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يأتي على أمتي ما أتى على بني اسرائيل جذو النعل بالنعل، حتى لو كان فيهم من نكح أمه علانية كان في أمتي مثله. إن بني اسرائيل افترقوا على احدى وسبعين ملة، وتعترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا ملة واحدة. قل ما هي؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي".

ইবনে ওমর বর্ণনা করেন ঃ বনী ইসরাঈলের উপর যে দশা এসেছে, আমার উম্মতও হুবহু সেই দশার সম্মুখীন হবে। বনী ইসরাঈলের মধ্যে কেউ তার মায়ের সাথে প্রকাশ্যে যিনা করে থাকলে আমার উম্মতের মধ্যেও তদনুরূপ হবে। তাদের মধ্যে একাত্তর ফেরকা হবে, আর আমার উম্মতে হবে তেহাত্তর ফেরকা। একটি ছাড়া সকল ফেরকাই দোযখে যাবে। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন ঃ সেই একটি ফেরকা কোন্‌টি? তিনি বলেন আমি ও আমার সাহাবীরা যে তরীকায় আছে সে তরীকা অনুসারী ফেরকা।

খারেজী সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ের খবর

واخرج الشيخان عن ابي سعيد الخدري قال: بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما إذا اتاه ذو الخويصرة، فقال يا رسول الله اعدل قال : " ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل خبت وخسرت إن لم أكن اعدل. قال عمر يا رسول الله: ائذن لي فيه اضرب عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعه فإن له أصحابا يحقر أحد كم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. يقرأون القران،لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ايتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المراة أو مثل البضعة تدردر يخرجون على خير فرقة من الناس".

قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن أبي طلب قاتلهم، وأنا معه وأمر بذلك الرجلفالتمس فوجد فأتي به حتىنظرت اليه علي نعت الله صلى الله عليه وسلم الذي نعته.

বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা হযরত আবূ সাঈদ খুদরী বলেন ঃ আমরা বিশ্ব নবী ় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি

কোন বস্তু মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করছিলেন। এমন সময় যুল-খুয়ায়সেরা সেখানে এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ন্যায়বিচার করুন। বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুই ধ্বংস হ। আমি ন্যায়বিচার না করলে কে করবে? হযরত ওমর (রাঃ) আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! অনুমতি দিন। আমি এর গর্দান উড়িয়ে দেই। বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ওমর একে ছাড়। এর অনেক সঙ্গী-সাথী হবে। তোমাদের এক ব্যক্তি তাদের নামাযের সামনে নিজের নামাযকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে এবং তাদের রোযার সামনে নিজের রোযাকে নগণ্য মনে করবে। তারা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে, যেমন তীর ধনূক থেকে দূর হয়ে যাব। তাদের চিহ্ন এই হবে যে, এক ব্যক্তি হবে কাল বর্ণের। তার বাহু নারীর স্তনের মত অথবা মাংসপিণ্ডের মত হবে। তারা সর্বোত্তম মানব দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। আবূ সাঈদ বলেন ঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আমি এই হাদীস বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি। আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে, হযরত আলী ইবনে আবী তালেব তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তিনি কথিত ব্যক্তিকে খুঁজে বের করার নির্দেশ দেন। তাকে যখন তালাশ করে আনা হল, তখন আমি দেখলাম যে, বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমনটি বলেছিলেন, সে তেমনই।

واخرج مسلم عن عبيدة قال : لما فرغ علي من أصحاب النهر قال:

ابتغوا فيهم إن كانوا القوم الذين ذكريهم رسول الله صلى الله عليه

وسلم، فان فيهم رجلا مجدج اليد فابتغيناه فوجدناه، فدعوناه أليه فجاء

حتى قام عليه، فقال: الله اكبر ثلاثا، والله لولا ان تبطروا لحدثتكم بما

قضى الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لمن قتل هؤلاء. قلت

: انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أرى

الكعبة ثلاث مرات.

মুসলিম আবূ ওবায়দা থেকে বর্ণনা করেন ঃ যখন হযরত আলী (রাঃ) খারেজীদের সাথে যুদ্ধ সমাপ্ত করলেন, তখন বললেন ঃ খোঁজ নিয়ে দেখ, যদি এরা সেই দলই হয়, যাদের কথা বিশ্ব নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, তবে তাদের মধ্যে একজন অসম্পূর্ণ হাতবিশিষ্ট ব্যক্তি থাকবে। আমরা খোঁজ নিয়ে তাকে পেয়ে গেলাম। হযরত আলী (রাঃ) তাকে দেখে তিনবার الله اكبر আল্লাহু আকবার বললেন। অতঃপর বললেন ঃ তোমরা শুনে স্পর্ধা দেখাবে এবং অহংকার করবে এরূপ আশংকা না থাকলে আমি সেই গোপন কথাটি বলে দিতাম, যা সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করিয়েছিলেন, যে খারেজীদেরকে হত্যা করেছে। আমি হযরত আলীকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনি এসম্পর্কে বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাছ থেকে কিছু শুনেছেন? তিন তিন বার বললেন ঃ ক'বার কসম, আমি শুনেছি।

হযরত মায়মূনা(রাঃ)-এর ইন্তেকালের খবর

اخرج ابن أبي شيبة والبيهقي، عن يزيد بن الاصم قال: ثقلت

ميمونة بمكة، فقالت: اخرجوني من مكة، فإني لا أموت بها إن رسول

الله صلى الله عليه وسلم أخبر ني أن لا أموت بمكة، فحملوها حتى أتوا

بها سرف إلى الشجرة التي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم تحتها

فماتت.

ইয়াযীদ ইবনূল আসিম বর্ণনা করেন, হযরত মায়মূনা (রাঃ) মক্কায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি বললেন ঃ আমাকে মক্কার বাইরে নিয়ে যাও।

মক্কায় আমার মৃত্যু হবে না। কেননা, বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন যে, আমি মক্কায় মরব না। সুতরাং লোকেরা তাকে বহন করে "সরফ" নামক স্থানে সেই বৃক্ষের কাছে নিয়ে গেল, যার নীচে বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বিয়ে করে এনেছিলেন। সেখানেই তার ইন্তেকাল হয়।

আবূ রায়হানার ঘটনা

اخرج محمد بن الربيع الجيزي في (كتاب من دخل مصر من الصحابة)، عن ابي ريحانة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: " كيف انت يا أبا ريحانة يوم تمر على قوم قد صبروا.دابة فتقول أن رسولالله صلى الله عليه وسلم قدنهى عن هذا فيقولون أقرألنا الآية التي انزلت فيها فمر على قوم يصبرون دجاجة فنها هم فقالوا أقرألنا الآية التي انزلت فيها ، فقال:صدق الله ورسوله.

আবূ রায়হানা বর্ণনা করেন বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন ঃ আবূ রায়হানা, সে দিন তোমার কি অবস্থা হবে, যে দিন তুমি একদল লোকের কাছ দিয়ে গমন করবে, যারা তাদের গবাদি পশুকে ঘাসপানি ছাড়াই বেঁধে রাখবে? তুমি তাদেরকে বলবে এরূপ করতে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। তারা বলবে- তুমি এ সম্পর্কে কোরআনের কোন আয়াত পেশ কর। সেমতে পরবর্তীকালে আমি একদল লোকের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম যে, তারা একটি মুরগীকে দানাপানি ছাড়াই বেঁধে রেখেছে। আমি তাদেরকে নিষেধ করলে

তারা বলল ঃ এ প্রসঙ্গে কোরআনের আয়াত পেশ কর। এতে আমার বুঝতে বাকী রইল না যে, এরাই সেই লোক, যাদের সম্পর্কে বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন।